শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥

শূদ্র ক্রীত হউক, আর অক্রীতই হউক, উহাকে দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। কেননা, বিধাতা ব্রাহ্মণের দাস্য কার্য্য করিবার জন্য উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তত্তস্য কস্তস্মাত্তদপোহতি॥

স্বামি কর্ত্তৃক মুক্ত হইলেও যেমন শূদ্রত্ব জাতি মরণ পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না এমৎ উহার দাসত্বও স্বাভাবিক বলিয়া কদাচ নষ্ট হয় না।

ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ।
পৈত্রিকো দণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাস যোনয়ঃ॥

ধ্বজাহৃত অর্থাৎ যুদ্ধে জয় করিয়া যাহাকে দাস করা যায়, ভক্তদাস, ভাতের লোভে যে ব্যক্তি দাসত্ব স্বীকার করে, গৃহজ অর্থাৎ আপনার দাসী পুত্র, ক্রীত অর্থাৎ মূল্য দ্বারা যাহাকে কেনা হইয়াছে, দত্রিম অর্থাৎ প্রতিগ্রহ-লব্ধ দাস, পৈত্রিক অর্থাৎ পিত্রাদি ক্রমাগত দাস, দণ্ডদাস অর্থাৎ রাজকৃত দণ্ডশুদ্ধির জন্য যে দাসত্ব স্বীকার করে—এই সাত প্রকার দাস শাস্ত্রে উক্ত আছে। এই সাত প্রকার দাসই শূদ্র। পাঠক! আজকাল দাসত্ব প্রথা লোপ পাওয়াতে এই দাস শূদ্র একালে নাই। পুরাকালে যে ভারতবর্ষে অপরাপর দেশের ন্যায় দাস প্রথা প্রচলিত ছিল, উপরোক্ত শ্লোকই তাহার প্রমাণ। এই দাসবর্গকে লক্ষ্য করিয়াই মনু শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত বিড়াল হত্যার সমান বলিয়াছেন। এই দাস শূদ্র সম্বন্ধেই মনুর অনুশাসন এই যে—

ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্যতদ্ধনং॥

ভার্য্যা পুত্র ও দাস ইহারা অধন। অর্থাৎ ইহারা যাহা উপার্জ্জন করিবে ঐ ধনে ইহাদের স্বামিত্ব না থাকিয়া উহাদিগের স্বামীর তাহাতে অধিকার।

বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্দ্রব্যোপাদান মাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্য ধনোহি সঃ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতে বিস্রব্ধ ভাবে ধনগ্রহণ করিতে পারে। যে হেতু শূদ্রের স্বত্বাপদীভূত কিছুই নাই। উহার যাবতীয় ধন উহার ভর্ত্তৃগ্রাহ্য।

এই দাস শূদ্র সম্বন্ধে মনুর অনুশাসন এই যে—

শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে॥

শূদ্র ধনার্জ্জনে সমর্থ হইলেও ধন সঞ্চয় করিবে না; কেননা শূদ্র ধনবান্ হইলে পাছে ব্রাহ্মণের পীড়া উপস্থিত হয়। এই দাস. শূদ্র সম্বন্ধে মনু বলেন যে,—

উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ॥

আশ্রিত শূদ্রকে ব্রাহ্মণ ভক্ষণার্থ উচ্ছিষ্ট অন্ন দিবেন এবং পরিধানার্থ জীর্ণবস্ত্র দিবেন এবং ধান্যের আকৃড়া ও পুরাণ শয্যাদি শয়নার্থে দিবেন।

এই দাস শূদ্র সম্বন্ধে অন্য স্থলে লেখা আছে,—

একজাতি দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ চ্ছেদ প্রাপ্নুয়াদ জঘন্যপ্রভবোহি সঃ॥

একজাতি যে শূদ্র, সে যদি ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণকে পরুষ বাক্য দ্বারা আক্ষেপ করে, তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ রূপ দণ্ড হইবে, কেননা, সে জঘন্যপ্রভব।

নাম জাতিগ্রহং ত্বেষামভিদ্রোহেন কুর্ব্বতঃ।
নিঃক্ষেপ্যোঽয়োময়ং শঙ্কুর্জ্বলনাস্যে দশাঙ্গুলঃ॥

রে যজ্ঞদত্ত ব্রাহ্মণাধম এবংপ্রকার নাম ধরিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাতির উপর আক্রোশ করে, তবে তাহার মুখে জলন্ত লৌহময় শঙ্কু নিক্ষেপ করিবে।

ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রানামস্য কুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসেচয়েত্তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ॥

তোমাদিগের এইরূপ ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, দর্প করিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাতিকে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দেয়, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ততৈল নিক্ষেপ করিবেন।

যেন কেন চিদঙ্গেন হিংস্যা চ্চেচ্ছ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্॥

শূদ্র কর চরণাদির মধ্যে যে অঙ্গ দ্বারা শ্রেষ্ঠজাতিকে মারে, রাজা উহার সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন—ইহা মনুর আজ্ঞা।

সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥

ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে যদি শূদ্র উপবেন করে, তবে রাজা উহার কটিদেশে লৌহময় তপ্তশলাকা অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিবেন। অথবা উহার পাছা কাটিয়া দিবেন।

রাজার প্রতিও মনুর আদেশ এই যে,—

বাণিজ্যং কারয়েৎ বৈশ্যং কুসীদং কৃষিমেব চ।
পশুনাং রক্ষণঞ্চৈব দাস্যং শূদ্রং দ্বিজন্মনাং॥

অর্থাৎ বৈশ্য জাতিকে বাণিজ্য ও ধনাদির বৃদ্ধি কার্য্যে এবং কৃষি

গোরক্ষাদি কার্য্যে রাজা নিযুক্ত রাখিবেন এবং শূদ্রকে দ্বিজাতিগণের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন।

পাঠক! উপরে যে শূদ্রের বিবরণ দেওয়া গেল, তদ্দৃষ্টে কি ইহা প্রতীতি হয় না যে, ক্রীতদাস শূদ্র প্রভৃতি আর এদেশে নাই—সে সময়ের শূদ্র এক্ষণে উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শূদ্র অসংখ্য প্রকারের আছে। কিন্তু কথা এই যে, সমাজে কি সকল শূদ্রেরই সমান মান্য হইবে? না যে শূদ্রের যত অর্থ, তাহার মান্য তত অধিক হইবে? কোন্ বিবেচনা প্রেরিত হইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শূদ্রের মধ্যে ভাল মন্দ বা সদসৎ নির্ব্বাচন করিয়াছেন?* অপরাপর সমাজের ন্যায় অর্থ গণনায় যে আমাদের সমাজে উচ্চ নীচ গণনা, তাহা নহে; পরন্তু জ্ঞানধর্ম্ম ও আচারের তারতম্যানুসারেই আমাদের সমাজের উচ্চ নীচ গণনা। শূদ্র-গণের মধ্যেও যাহারা সদাচার পরায়ণ, তাহারা উচ্চ এবং যাহারা অসদাচার পরায়ণ, তাহারা নিম্নশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। অপর এক স্থানে আছে যে,—

"উচ্ছিষ্টং অন্নং দাতব্যং।"

অর্থাৎ শূদ্রদিগকে উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইতে দিবে; আবার কোন স্থানে আছে—

"ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ নোচ্ছিষ্টঞ্চ কদাচন।
ন চা স্যোপদিশেৎ ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥"

শূদ্রকে মতি অর্থাৎ বিষয় বুদ্ধি দিবেক না; উচ্ছিষ্ট দিবেক না; কোন ধর্ম্মোপদেশ করিবে না; অথবা কোন ব্রত আদেশ করিবে না। মনুতে কোন স্থানে আছে যে,—

"ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কার মর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মোহস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনং॥"

শূদ্র যদি লশুনাদি ভক্ষণ করে, তাহাতে তাহার পাপ নাই—শূদ্র

উপনয়নাদি কোন সংস্কারের যোগ্য নয়। ধর্ম্মকর্ম্মে ইহার অধিকারও নাই—অথবা ধর্ম্মকার্য্যে ইহার নিষেধও নাই।

"ধর্ম্মেপ্সবস্তু ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাংবৃত্তিং অনুষ্ঠিতাঃ।
মন্ত্রবর্জ্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তি চ॥"

ধর্ম্মজ্ঞ শূদ্র যদি ধর্ম্মকামনায় ব্রাহ্মণাদির ন্যায় আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে শ্রাদ্ধাদি পঞ্চমহাযজ্ঞ কেবলমাত্র নমস্কার মন্ত্র দ্বারা সম্পাদন করিবে—ইহাতে সাধুসমাজে সে প্রশংসনীয় হইবে। আবার এরূপও লেখা আছে যে,—

"যথা যথা হি সদ্বৃত্তং আতিষ্ঠত্যনুসূয়কঃ।
তথা তথেমঞ্চামুঞ্চ লোকং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ॥"

অর্থ এই যে, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণাদির প্রতি অসূয়া প্রেরিত না হইয়া পরন্তু ধর্ম্ম কামনায় যদি ব্রাহ্মণাদির আচার অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে লোক নিন্দিত না হইয়া পরলোকে স্বর্গলাভ করে।

এইরূপে শূদ্র সম্বন্ধে শাস্ত্রের নানা স্থানে নানা প্রকার ভাব দেখিলে প্রতীতি হয় যে, শাস্ত্রকারগণ সকল শূদ্রের প্রতিই যে একরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সৎ ও অসৎ আছে। পরবর্ত্তী পুরাণাদি অপরাপর গ্রন্থেও সৎশূদ্র ও শূদ্র—এই দুই বিভাগ কল্পনা করা হইয়াছে।

শূদ্রের প্রধান ধর্ম্মই ব্রাহ্মণ সেবা। যে শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ সেবা পরায়ণ, তাঁহারা আর্য্য সমাজে উন্নত ও অপরাপর শূদ্রগণ ঘৃণিত হইয়াছে। মনু যে স্থলে বলিয়াছেন, দাসেরা অধন—অর্থাৎ ইহাদের ধন উহাদের ভর্ত্তৃগ্রাহ্য, সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে, দাস শূদ্র হইলেও সে সৎশূদ্র নয়। কেননা, অপরত্র আছে—

"শূদ্রস্য তু সবর্ণৈব নান্যা ভার্য্যা বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সমাংশাঃ স্যু র্যদি পুত্রশতংভবেৎ॥"

অর্থাৎ, শূদ্র সবর্ণা ভার্য্যা বিবাহ করিবে। যদি এই সবর্ণা পত্নীতে তাহার একশত সন্তানও হয়, তথাপি তাহারা সমান অংশ পাইবে। কিন্তু—

"দাস্যাং বা দাসদাস্যাং বা যঃ শূদ্রস্য সুতো ভবেৎ।
সোঽনুজ্ঞাতো হরেদংশমিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ॥

দাসীতে বা দাসপত্নীতে শূদ্র দ্বারা উৎপন্ন সন্তান শূদ্র পিতার অনুজ্ঞা ক্রমে উহার ঔরস পুত্রের তুল্য ভাগী হইবেক—ইহা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হয় যে, দাস বা অনার্য্য শূদ্র পৃথক্। আর প্রকৃত বা আর্য্য শূদ্র তাহা হইতে স্বতন্ত্র। আর্য্য শূদ্র একটা স্বতন্ত্র না থাকিলে কি প্রকারে শূদ্রের সবর্ণা বিবাহ সম্ভবে? আমরা যাহাকে সৎশূদ্র কহি, মনুতে সে শ্রেণীর কোন আভাস পাওয়া যায় না। সৎশূদ্রের মধ্যে ক্রিয়াহীন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও প্রকৃত শূদ্র এই ত্রিবিধ বর্ণের একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয়। এই আর্য্য শূদ্রের ধর্ম্ম নিরূপণ স্থলে মনু বলিয়াছেন,—

স্বর্গার্থং উভয়ার্থং বা বিপ্রনারাধয়েত্তু সঃ।
জাত ব্রাহ্মণশব্দস্য সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা॥

অর্থ এই যে, শূদ্র স্বর্গ কামনা করিয়া অথবা স্বর্গ ও জীবনবৃত্তি এই উভয় কামী হইয়া ব্রাহ্মণের আরাধনা করিবে। কেননা ব্রাহ্মণ সেবাতেই ইহার জন্ম সাফল্য, অন্যত্রও বলিয়াছেন,—

বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্ততে।
যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলং॥

অর্থাৎ, বিপ্র সেবাই শূদ্রের বিশিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে আছে। এতদ্ভিন্ন আর সকল কর্ম্ম শূদ্রের পক্ষে নিষ্ফল অর্থাৎ অপরাপর কর্ম্মে শূদ্রের জীবিকা চলিতে পারে, কিন্তু সে সকল কর্ম্ম শূদ্রের পক্ষে পরকালে ফলদায়ক হয় না।

একারণ আপদ্ধর্ম্মে মনু লিখিয়াছেন,—

অশক্নুবংস্তু শুশ্রূষাং শূদ্রঃ কর্ত্তুং দ্বিজন্মনাং।
পুত্রদারাত্যয়ং প্রাপ্তো জীবেৎ কারুক কর্ম্মভিঃ॥

শূদ্র যদি স্ববৃত্তিতে অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের সেবা শুশ্রূষা দ্বারা পুত্রদারাদির ভরণ পোষণ করিতে অক্ষম হয়, তবে সূপকারাদি কারুকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।

কারুকর ও শিল্পকরের মধ্যে উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা তাহাদের কার্য্যের ব্রাহ্মণানুকূলতা দেখিয়া বুঝিতে হইবে। কেননা, আপদ্‌কালে আর্য্য শূদ্রকে যথায় মনু কারুকর্ম্ম অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, তথায় আবার ইহাও বলিয়াছেন যে,—

যৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রচরিতৈঃ শুশ্রূষ্যন্তে দ্বিজাতয়ঃ।
তানি কারুক কর্ম্মাণি শিল্পানি বিবিধানি চ॥

অর্থাৎ যে কর্ম্ম করিলে দ্বিজাতিদিগের পরিচর্য্যা হয়, এমন কারুকর্ম্ম ও শিল্প প্রভৃতি উপায় শূদ্রগণ আপদ্‌কালে অবলম্বন করিবেন।

প্রকল্প্যা তস্য তৈর্ব্বৃত্তিঃ স্বকুটুম্বাদ্ যথার্হতঃ।
শক্তিঞ্চাবেক্ষ্য দাক্ষ্যঞ্চ ভৃত্যানাঞ্চ পরিগ্রহম্॥

অর্থ এই যে ব্রাহ্মণ, পরিচারক শূদ্রের পরিচর্য্যা সামর্থ্য এবং দক্ষতা ও পোষ্যবর্গের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া তাহার জীবিকা বা বেতন নির্দ্ধারণ করিবেন।

পাঠক! এই যে শূদ্রের কথা দেখিতেছেন, ইহারা অনার্য্য দাস শূদ্র নহে।

ন যজ্ঞার্থং ধনং শূদ্রাদ্বিপ্রো ভিক্ষেত কর্হিচিৎ।
যজমানোহি ভিক্ষিত্বা চাণ্ডালঃ প্রেত্যজায়তে॥

যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ব্রাহ্মণ কখন শূদ্রের নিকট হইতে ধন ভিক্ষা করিবেন না, কেন না তাহা হইলে তাঁহাকে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবেক।

যে শূদ্রাদধিগম্যার্থং অগ্নিহোত্রমুপাসতে।
ঋত্বিজস্তেহি শূদ্রাণাং ব্রহ্মবাদিষু গর্হিতাঃ॥

যে ব্যক্তি যাজ্ঞা করিয়া শূদ্র হইতে ধন গ্রহণ করিয়া অগ্নি হোত্রাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাকে শূদ্রযাজী বলা যায়। সে অতিশয় নিন্দিত।

পাঠক! শূদ্র শব্দে এখানে অনার্য্য শূদ্র বুঝিতে হইবেক। যথায় মনু "শূদ্র শিষ্যো" ব্রাহ্মণ অথবা "দেবলো গ্রামযাজক" ব্রাহ্মণ পতিত বলিয়াছেন, তথায় আর্য্যশূদ্র লক্ষ্য করা হয় নাই। মনুর অন্নবিচার স্থলেও এইরূপ দুই প্রকার শূদ্রের উল্লেখ আছে। যাহারা যাজ্য, তাহাদের অন্নও গৃহীতব্য। পাঠকগণের বিদিতার্থ মনু কাহার অন্ন খাইতে বলিয়াছেন তাহা লেখা যাইতেছে।

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

অর্থ এই যে যাহারা কৃষিকর্ম্ম করে, যাহারা পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র, যাহারা গোপালন করে, যে যাহার দাস্যকর্ম্ম করে ও যে যাহার ক্ষৌর কর্ম্ম করে; শূদ্রের মধ্যে ইহাদের সিদ্ধান্ন ভোজন করা যায় এবং আমি তোমার সেবা করিয়া তোমার নিকট অবস্থান করিব বলিয়া যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে তাহারও অন্ন ভোজন করা যায়।

পাঠক! যাহারা ভোজ্যান্ন তাহারাই যাজ্য ও তাহারাই আর্য্য।

বৈশ্য ও শূদ্র উভয়েরই ধর্ম্ম কর্ম্ম উপরে আলোচনা করা গেল। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি সেই বৈশ্য এখন কোথায়? ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ বলাও যাহা—আর্য্যসমাজ বৈশ্যপ্রধান সমাজ বলাও তাহা। কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য এই কয়েকটী বৃত্তিতেই এদেশের জনসাধারণ সাধারণতঃ নিযুক্ত থাকে। সমগ্র সমাজই এই বৈশ্যগণের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান করে। যেমন গৃহস্থাশ্রমকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি অবস্থান করিতেছে, গৃহস্থই যেমন অপরাপর আশ্রমের জীবন স্বরূপ, এই বৈশ্য বর্ণও তদ্রূপ অপরাপর বর্ণের ভিত্তি স্বরূপ। শূদ্রের নিকট হইতে জীবিকা সংগ্রহ করা অথবা শূদ্রের যাজন বা অধ্যাপনা করা ব্রাহ্মণের পক্ষে মহাপাপ—শূদ্রের নিকট হইতে কর গ্রহণ করাও ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে নিষিদ্ধ। সুতরাং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একমাত্র বৈশ্যকে সহায় করিয়াই

আর্য্যসমাজে অবস্থিতি করিতেছেন। বৈশ্যই সমাজের ধনরক্ষক বা কোষাধ্যক্ষ। ধনাভাবে কি রাজা, কি ব্রাহ্মণ কাহারও একপদ অগ্রসর হইবার উপায় নাই। সুতরাং বৈশ্যই আর্য্যসমাজের অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ। বৈশ্য ব্যতীত বেদ ব্রহ্মণ্য কিছুই থাকিতে পারে না। কিন্তু কথা এই, এক্ষণে তো সকলেই যাহার যাহা ইচ্ছা সে সেই ব্যবসা অবলম্বন করিতেছে, কিন্তু তাহা বলিয়া সকলেই কি বৈশ্য হইবে? আজকাল যাহার দুপয়সা বেশী আছে, সেই কারুকর বা শিল্প বৃত্তিতে বা সেবা বৃত্তিতে জীবনযাপন না করিয়া বাণিজ্য প্রভৃতিতে অধিক ধনাগমের সম্ভাবনা দেখিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে। কিন্তু তা বলিয়া কি সকলেই বৈশ্য হইবে? কখনই না। কেননা, অর্থস্বচ্ছল হেতু যে আজ বাণিজ্য ব্যবসায়ী হইয়াছে, সে অর্থের অস্বচ্ছল প্রযুক্ত হয়ত আবার সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে, এক পুরুষে হয় ত সে ব্যবসায়ী রহিল, দ্বিতীয় পুরুষে হয় ত সে সেবাকারী ভৃত্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। সুতরাং তাহার বর্ণগত পৃথক্ অস্তিত্ব যাহা আবহমান কাল তাহার জন্ম ও কর্ম্মের পরিচায়ক হইবে, তাহা তাহার কোথায় রহিল? আবার আজ হয় ত সে গাছগাছড়া বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করিল, কাল হয় ত সে জুতা বিক্রয়ের ব্যবসা করিবে—ব্যবসাদার হইলেই যে সে বৈশ্য হইবে, তাহাই বা কিপ্রকারে স্থির করিতে পারা যায়? সকল প্রকার ব্যবসায় বা সকল প্রকার কর্ম্মই বৈশ্যত্বের পরিচায়ক নহে। তাহা হইলে শৌণ্ডিক, কলু, প্রভৃতিও বৈশ্য হইত। এক রকম ব্যবসায়ে, একপ্রকার আচারে যাহারা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকেই সম্ভবমত বৈশ্য বলিতে পারা যায়। আবার সকল বৈশ্যই যে সকল বৈশ্যের অন্নগ্রহণ বা কন্যাগ্রহণ করিবে তাহাও নহে। ইহাদের মধ্যে যাহারা রঙ্ বিক্রয়ী, তাহারা হয়তো লাক্ষা বিক্রয়ীর অন্নগ্রহণ করিতে সম্মত হইবে না, আবার যাহারা পান বিক্রয়ী, তাহারা হয়তো ঘৃত বিক্রয়ীকে নিকৃষ্ট মনে করিয়া তাহার সহিত কন্যার আদান প্রদান করিবে না। পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় অনুসারে আবার এক বর্ণের মধ্যেও ইতর বিশেষ আছে। নীল, লবণ, তিল, ঘৃত প্রভৃতি এমন অনেক দ্রব্য আছে, যাহার বিক্রয়ে বা যাহাতে ব্যবসা করা ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। সংসারে সকল

দ্রব্যেরই প্রয়োজন, লবণ বা তৈল না হইলে একদিনও আমাদের আহার চলে না। এসকল জানিয়া শুনিয়াও আমাদের শাস্ত্রকারগণ ঐ সকল বিক্রয় পাপের কারণ বলিয়া গিয়াছেন। কেন বলিয়াছেন, তাহা কে বুঝিবে? সুতরাং ব্যবসা বা কর্ম্ম দেখিয়াই এক্ষণে বর্ণ নির্ণয় করা অতি দুরূহ ব্যাপার। বিশেষতঃ যখন ভারত পরাধীন অবস্থায় পতিত হইয়াছে, যখন ক্ষত্রিয় রাজা আর এক্ষণে বর্ণ বা আশ্রমের রক্ষিতা নন—ব্রাহ্মণ যখন বৃত্তির নিয়োগ কর্ত্তা নহে, তখন একালে ব্যবসা দেখিয়া বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা দুরাশা মাত্র। তবে আমরা যতদূর পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিবৃত্ত জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে পর্ণবিক্রয় যে আমাদের আবহমান কাল ব্যবসা, তাহাতে আর সংশয় নাই। সুতরাং বঙ্গীয় তাম্বুলী বৈশ্য নয় কিসে? সুতরাং কর্ম্ম বা বৃত্তি দেখিলে আমরা বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি। আবার দেখ, কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য ব্যবসা যখন বৈশ্যের কার্য্য, তখন সংসারে বৈশ্যই অধিক। কয়জন লোক যুদ্ধকার্য্য বা লোকের সেবা কার্য্যের জন্য নিযুক্ত আছে? সুতরাং এদেশের এই সকল বৈশ্য গেল কোথায়? বঙ্গের ভিতর উপবীত ধারী একজনও কৃষক বা ব্যবসায়ী তো দেখা যায় না, ইহার কারণ কি? বঙ্গের সমুদয় কৃষক বা ব্যবসাদারগণ কি শূদ্র হইয়া কৃষি বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছে, না উহারা পূর্ব্বে বৈশ্য ছিল এক্ষণে ক্রিয়া লোপ হেতু শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছে? ব্রাহ্মণবংশ ও শূদ্রবংশ ঠিক্ রহিল, আর বৈশ্যবর্ণ যে একেবারে মরিয়া গেল, এমন কোন রোগ বৈশ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, একথা তো হইতে পারে না? কেননা প্রকৃতির নিয়ম সকলেরই উপর সমানভাবে প্রযুক্ত হইবে। বৈশ্যগণ যে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে বৈশ্যবর্ণ ধ্বংস হইয়াছে, একথাতো কখনই হইতে পারে না। তবে সম্ভব তাহারা স্ব স্ব পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারিয়া অনাচারী হওয়ায় শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছে। কৃষি গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি কার্য্যে যাহারা দিন রাত্রি ব্যস্ত থাকে, স্বদেশ হইতে প্রবাসে থাকিয়া যাহাদের বাণিজ্য দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতে হয়, কর্ম্মের গতিকে তাহারা আচার ব্যবহার ঠিক্ রাখিতে পারে না। দারিদ্র্য দুঃখে মুহ্যমান হওয়াতে ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে বেদজ্ঞান লোপ পায়। অধিকাংশ বৈশ্যের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি এই কারণে সংঘটিত হইয়াছে। একেত বৈশ্য ও শূদ্রের

মধ্যে পার্থক্য কম। বৈশ্যে যে দ্বিজত্ব সংস্কার, তাহা তাহার যৌবন কালে হইয়া থাকে। বাল্য কালে যাহার শিক্ষা ও সংস্কার না হইয়া যৌবন কালে হয়, তাহার শিক্ষা ও সংস্কারের প্রভাব অতি কম হয়। কেননা যৌবনের সহজসুলভ উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিতে তাহার সংস্কার ও শিক্ষা কোন মতে কার্য্যকরী হয় না। তাহার উপর কৃষি ও বাণিজ্যাদি কার্য্য এরূপ দিবারাত্রি লোককে আকৃষ্ট করিয়া রাখে যে, সে স্বচ্ছন্দ হইয়া দু দণ্ড জ্ঞান বা ধর্ম্মের চর্চ্চা করিতে পারে না, উপনয়নের পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ হয় ও সন্তানাদি উৎপাদন দ্বারা সে এত ব্যস্ত থাকে যে, তাহার প্রতি তখন ধর্ম্মের উপদেশ বৃথা হইয়া থাকে। বিশ বা চব্বিশ বৎসর যাহার বয়স, সে সংসারে এত আবদ্ধ হইয়াছে যে, তখন আর তাহার গুরুগৃহে বাস করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জনের সামর্থ্য থাকে না। বিশেষতঃ সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজে এত প্রকারের ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়, লোকে ধন পিপাসায় তাহার ব্যবসা ধর্ম্মসঙ্গত কিনা দেখিতে চায় না। সুতরাং বৈশ্যত্ব হইতে পতিত হইবার অনেক কারণ বিদ্যমান। একারণ পতিত বৈশ্যদিগকে আমাদের বঙ্গদেশে সৎশূদ্র এই আখ্যা প্রদত্ত হয়। যাহারা স্বয়ং ধর্ম্মপথে থাকিয়া ব্রহ্মণ্যের উদ্দীপন করিতে অক্ষম—যাহারা নিজে অবসরাভাবে শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে অক্ষম, তাহাদের পক্ষে সাধু ব্রাহ্মণের সেবা দ্বারা ব্রাহ্মণের সহায়কারী হওয়াই শ্রেয়ঃ স্থির করিয়া শাস্ত্রকারগণ উঁহাদিগকে সৎশূদ্র পদে অধিষ্ঠিত করিয়া উঁহাদিগকে যাজ্য বলিয়া গিয়াছেন।

যাহারা শূদ্রদিগকে ধর্ম্ম চর্চ্চার অধিকারী করেন নাই বলিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন, তাহারা ভাবিয়া দেখিবেন বৈশ্যদিগকে শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মের অধিকারী করাতে কার্য্য ও অবস্থা গতিকে তাহারাই স্ব স্ব পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই।

শূদ্রের আপদ্‌কালে অর্থাৎ দাস্যবৃত্তি দ্বারা ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ না হইলে বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি প্রভৃতি অবলম্বন করিবার বিধান আছে। ইহাতে বৈশ্য শূদ্রের প্রভেদ নির্ণয় করা স্থলবিশেষে কঠিন হইয়া পড়ে। বৈশ্যের মধ্যেও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন অনেক ব্যক্তি আছেন। ইহাতে বৈশ্য নির্ণয়ের সমস্যা অধিকতর জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে মনুর একটি সহজ

সঙ্কেত প্রবন্ধের প্রথম অংশে প্রদর্শন করিয়াছি। যেথানে বর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তথায় আচার ব্যবহার দৃষ্টে বা গুণকর্ম্ম দেখিয়া বর্ণ জিজ্ঞাসার সদুত্তর প্রদত্ত হইতে পারে। তবে বহুকাল পোষিত বিশ্বাস হঠাৎ কেহ ত্যাগ করিতে চাহে না। মনু হইতে বৈশ্য ও শূদ্রের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা গৃহীত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে পাঠক অবশ্যই বুঝিয়াছেন তাম্বুলী জাতিতে শূদ্রের লক্ষণ কিছুমাত্র বিদ্যমান নাই। যে গুণ থাকিলে বৈশ্য বলিতে পারা যায়, তাম্বুলীতে তাহা সম্পূর্ণ বিদ্যমান আছে।

সম্পূর্ণ।

বঙ্গীয় তাম্বূলী বৈশ্য।

পরিশিষ্ট।

তাম্বূল।

খৃষ্টীয় শকের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে গৃহ্য সূত্রে তাম্বূলবল্লীর প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় পূর্ব্ব দুইশত অব্দে সুশ্রুতে তাম্বূলপত্রের গুণ বর্ণিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাসের সময় তাম্বূল সহযোগে দ্রব্যবিশেষ দ্বারা দন্ত আরক্ত করিবার প্রথা দৃষ্ট হয়।

মুঞ্জকাশ তাম্বল্যো রসনাঃ।

গোভিল গৃহ্যসূত্র ২।১০।১০।

এষাং রসনাঃ কটিবন্ধ রজ্জবঃ মুঞ্জকাশ তাম্বল্যঃ কর্ত্তব্যাঃ। উপনয়ন কালে— ইহাদের রসনা অর্থাৎ কটিবন্ধনী মৌঞ্জী, কাশী ও তাম্বলী হইবে।

তাম্বুল পত্রং তীক্ষোষ্ণং কটু পিত্ত প্রকোপনং।
সুগন্ধি বিষদং তিক্তং স্বর্য্যং বাত কফাপহং॥
শ্রমণং কটুকং পাকে কষায় বহ্নিদীপনং।
বক্ত্রকণ্ডু মল ক্লেদ দৌর্গন্ধ্যাদি বিশোধনং॥

সুশ্রুত। সূত্রস্থান। ৪৬ অধ্যায় শাকবর্গ।

তাম্বুলপত্র তীক্ষোষ্ণ কটু ও পিত্ত প্রকোপকর, সুগন্ধি, বিশদ, তিক্ত, স্বরের হিতকর, বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, শিথিলকর, কটুপাক, কষায়, অগ্নিকর এবং বক্ত্রকণ্ডু (মুখে যে চুলকনা হয়) মলের ক্লেদ ও দুর্গন্ধ প্রভৃতি শোধন করে।

সুশ্রুত শাকবর্গ। ২৪৫ পৃষ্ঠা।

তাম্বূলাক্তং দশনমসকৃদ্দর্শয়ন্তীহ চেটী।

রঘুঃ।

চেটী তাম্বূলাক্ত দন্ত এখানে বার বার দেখাইতেছে।

অমরকোষে পানলতার নাম তাম্বূলবল্লী,তাম্বূলী ও নাগবল্লী লিখিত আছে। গোভিলের লিখিত তাম্বলী শব্দে বা অমরসিংহের তাম্বূলীশব্দে কোন্‌টিতে উকারের ভ্রান্তি জন্মিয়াছে, আমরা তাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম। এক অর্থে ব্যবহৃত শব্দের বর্ণবিন্যাসে ব্যতিক্রম অনেকস্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেণ্টপিটার্শবর্গ অভিধান ও বিশ্বকোষে তাম্বলী শব্দ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা ভ্রমবশতঃ উক্ত শব্দের প্রয়োগ গোপথ ব্রাহ্মণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বাঙ্গালা, হিন্দী, গুজরাতি ও মহারাষ্ট্রী ভাষায় তাম্বূলকে পান কহে। আরব ও পারস্থে পানের নাম তাম্বল। দ্রাবিড়, কর্ণাট. সিংহল ও মলয়দ্বীপে পানকে বেত্তিলাই বা তদনুরূপ শব্দে অভিহিত করে। ইহাতে স্থির হইতেছে, আরব ও পারস্যদেশে ভারতবর্ষ হইতে তাম্বূল গৃহীত হইয়াছে। দক্ষিণাপথে মলয়দ্বীপ হইতে তাম্বূল আনীত হয়। ইংরাজী, বিটল্ শব্দ মলয়দ্বীপের বেত্তিলা হইতে উদ্ভূত বলিতে পারা যায়। যবদ্বীপ বা মলয় হইতে সমুদয় ভারতবর্ষে তাম্বূল আনীত হইয়াছে, ইহা বলা অন্যায়। কেবল দক্ষিণদেশে পানকে মলয় হইতে আনীত কহিলে শব্দশাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। হিন্দূস্থান, বাঙ্গালা, গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের পান পর্ণশব্দের অপভ্রংশ; অতএব এই সকল দেশে কদাচ মলয় হইতে পান আনীত হয় নাই। আসামে পান স্বভাবতঃ জন্মে, সেই স্থান হইতে বেহার প্রভৃতিতে অবশ্য আসিয়াছে। অনেক তন্ত্র আসামে লিখিত। মৎস্যসূক্তের ষড়বিংশতি পটলে লিখিত আছে যে, যে সে বৃক্ষে তাম্বূলবল্লী উঠিলে গ্রহণীয় নহে।

অথবাস্তু গুবাকঞ্চ কৃত্বাপর্ণ সমন্বিতং।
শঙ্খ শম্বুক চূর্ণেন বিলিপ্তেন নিবেদয়েৎ॥
কর্পূর বাসিতং দেবি মৃগদর্প সমন্বিতং।
ধন্যাকমধুরীকাদ্যৈঃ সাধিতন্তু নিবেদয়েৎ॥
এলাচম্পক মুণ্ডাদ্যৈ মুখবাস প্রশস্যতে।
কপর্দ্দকস্য বৃক্ষস্য পলাশস্যচ শঙ্করি॥
তচ্চূর্ণং বর্জ্জয়েদ্দেবি বৃক্ষপর্ণং ন দাপয়েৎ।
কলিবৃক্ষস্থিতং পর্ণং পনসস্থং ন দাপয়েৎ॥
অশোক শাল্মলীস্থং বা সদৈব পরিবর্জ্জয়েৎ।

আত্র নিম্ব গতশ্চৈব শস্তং পর্ণং মম প্রিয়ে ॥

নিম্নে মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে তাম্বূল সম্বন্ধীয় আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবহারিক ও বিশ্বাস্য তাবৎ তত্ত্ব জানিতে পারা যায়, এইরূপ একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

খদির কফ পিত্তঘ্নশ্চূর্ণ বাত বলাসনুৎ।
সংযোগত স্ত্রিদোষঘ্নং সৌমনস্যং করোতি চ ॥
মুখবৈশদ্য সৌগন্ধ কান্তি সৌষ্ঠব কারকং।
প্রভাতে পূগমধিকং মধ্যাহ্নে খদিরং তথা ॥
নিশাযু চূর্ণমধিকং তাম্বূলং ভক্ষয়েৎ সদা।
আয়ুরগ্রে যশোমূলে লক্ষ্মীমধ্যে ব্যবস্থিতা ॥
তস্মাদগ্রং তথামূলং মধ্যং পর্ণস্য বর্জ্জয়েৎ।
পর্ণমূলে ভবেৎ ব্যাধি পর্ণাগ্রে পাপ সম্ভবঃ ॥
জীর্ণপর্ণং হরত্যায়ু শিরাবুদ্ধি বিনাশিনী।
আদ্যাং বিষোপমং পীতং দ্বিতীয়ং ভেদী দুর্জ্জরং ॥
তৃতীয়া দনুপাতব্যং সুধাতুল্য রসায়নম্ ॥
তাম্বুলং নাতি সেবেত ন বিরিক্তো বুভুক্ষিতঃ।
দেহদৃক্ কেশ দন্তাগ্নি শ্রোত্রবর্ণ বলক্ষয়ঃ ॥
শোষ পিত্তানিলাশ্রম স্যাদতি তাম্বুল চর্ব্বণাৎ।
বিষমূর্চ্ছা মদার্ত্তানাং ক্ষয়িনাং রক্তপিত্তিনাং ॥

তাম্বূলের প্রয়োগ সম্বন্ধে সপ্তগ্রামী তাম্বূলীবংশীয় ডাক্তার অম্বিকাচরণ রক্ষিত কৃত ভারতভৈষজ্যতত্ত্বে লিখিত আছে, যথা ;—

পান—পাইপিরেসী জাতীয় পাইপর বিটল নামক লতার পত্র। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই প্রায় ইহা জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িকপ্রয়োগ। লালাগ্রন্থির উত্তেজক ও পাচক। ইহার পত্রের রস দেশীয় কবিরাজেরা বিবিধ ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা সেবন করিলে স্কর্ভি বা শীতাদ রোগ জন্মিতে পারে না। ভাব-প্রকাশের মতে ইহা রুচ্য, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, বল্য, রক্তপিত্তকর, লঘু এবং শ্লেষ্মঘ্ন,

আশু দৌর্গন্ধ, বাত ও শ্রমাপহ। রাত্র্যন্ধ রোগে ইহার রস ২।৪ ফোঁটা সন্ধ্যাকালে চক্ষের ভিতর ঢালিয়া দিবে, ক্ষণকাল পরেই পরিষ্কার শীতল জল দ্বারা চক্ষু পরিষ্কার করিবে। এইরূপ দুই তিন দিন করিলেই প্রায় রাত্র্যন্ধ রোগ আরোগ্য হয়। আমরা ২।৩টি রোগীকে এই উপায়াবলম্বনে আরোগ্য করিয়াছি। সর্দ্দি ও কাশি প্রভৃতিতে পানে তৈল মাখাইয়া ও উহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বক্ষে লাগাইয়া রাখিলে বিশেষ উপকার হয়। যকৃতের রক্তাধিক্য রোগেও এই প্রক্রিয়ায় উপকার দর্শে। পানের পাতা গরম করিয়া স্তনে বাঁধিয়া রাখিলে দুগ্ধস্রাব হ্রসিত হয়। পান ক্ষতের উপর লাগাইয়া রাখিলে ক্ষতের অবস্থা সুস্থ হইয়া আরোগ্যোন্মুখ হয়। পান জলে ভিজাইয়া শঙ্খদেশে লাগাইয়া রাখিলে শিরোবেদনা উপশমিত হয়। পানের বোঁটার অগ্রভাগে একটু কলি-চুণ লাগাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ব্বুদ ও আঁচিলের উপরে ঘর্ষণ করিলে ক্ষণকালের মধ্যে অর্ব্বুদ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পানের বোঁটায় তৈল মাখাইয়া ও উহা ঈষৎ গরম করিয়া শিশুদের মলদ্বারে অল্পক্ষণ দিয়া রাখিলে দাস্ত হয়।

গন্ধদ্রব্যসংযুক্ত মুখরঞ্জক তাম্বূলের ব্যবহার বিলাসীদিগের মধ্যে প্রথমে প্রচলিত হইয়া জনসাধারণের অবশ্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে গণ্য হইল। তখন শাস্ত্রকারগণ তাহাকে মাদক দ্রব্যের শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিলেন ও যতি এবং বিধবার পক্ষে তৎ ব্যবহার নিষিদ্ধ করিলেন।

তাম্বূলং তাম্রকুটঞ্চ তুরিতা তারিতা তথা।
অহিফেনং খর্জ্জুরসং সম্বিদাসব এব চ॥
এতদাসব সংজ্ঞকমুক্তঞ্চ মুনিভিঃ পুরা॥

তিথিতত্ত্ব।

তাম্বূলং বিধবা স্ত্রীণাং যতিনাং ব্রহ্মচারিণাং।
তপস্বিনাঞ্চ বিপ্রেন্দ্র গোমাংস সদৃশং ধ্রুবং॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, জনসমাজে তাম্বূলের ব্যবহার অতি বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল। এরূপ স্থলে তাহা পণ্য সামগ্রীর মধ্যে গণ্য হইবে বিচিত্র নহে। যাহারা পুরুষানুক্রমে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা একটি পৃথক জাতির সৃষ্টি হইয়া গেল।

তাম্বূলী।

৪০০ চারিশত খৃষ্টাব্দে মনুসংহিতা রচিত হইয়াছে। তৎকালে তাম্বূলী জাতি উৎপন্ন হয় নাই। ৫০০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ্য মতের পুনরুত্থান হইলে পর তাম্বূল ব্যবসায়ীরা পশ্চিম ভারতে একটি নূতন জাতিরূপে গণ্য হইয়াছে। এলফিন-ষ্টোন কৃত ভারত ইতিহাসে লিখিত আছে, কান্যকুব্জের অধঃপতনের পূর্ব্বে জনৈক মুসলমান তথায় তাম্বূলের বহু সংখ্যক পণ্যবীথি দর্শন করিয়াছিলেন। আমরা তাম্বূলীর উল্লেখ এই প্রথম দেখিলাম। তাম্বূলীর বংশ বৃদ্ধি সহকারে বঙ্গভূমিতে উত্তীর্ণ হইলে ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের সময় তাহাদিগকে বাঙ্গালীরূপে পরিগণিত হইতে দেখা যায়। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের পর বৈদেশিক আধিপত্যের সময় লিখিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তাম্বূলীর পরিচয় আছে।

১। গোপনাপিত ভালাশ্চ তথা মোদক কুবরৌ।
তাম্বূলি পর্ণকারৌ চ তথা বণিক জাতয়ঃ।
ইত্যেবমাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সচ্ছূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
২। বৈশ্যাৎ শূদ্রস্য কন্যায়াং তাম্বূলী চোপপদ্যতে।

(ব্রহ্মখণ্ড ১০ম অধ্যায়)

১৫১০ খৃষ্টাব্দে আনন্দ ভট্ট তাম্বূলীর উল্লেখ করিয়াছেন।

গোপমালীচ তাম্বূলি কাংসার তন্ত্রি শাংখিকাঃ।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥
তৈলিকো গান্ধিকো বৈদ্যঃ সৎশূদ্রাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সচ্ছূদ্রানাস্তু সর্ব্বেষাং কায়স্থ উত্তম স্মৃতঃ॥

(বল্লাল চরিত)

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যৎকালে ক্রিয়ালোপ প্রযুক্ত শূদ্র হইয়া গিয়াছে, তাম্বূলি জাতি সেই সময় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত শ্রেণী বিশেষে উৎপন্ন। বাঙ্গালীর তাম্বুলী নাম হিন্দু-স্থানীত্বের পরিচায়ক। বাঙ্গালী পানের খিলির ব্যবসায়ে কদাপি রত নহে। সুতরাং তাহারা আপন জাতির নাম পশ্চিম ভারতে বাসকালে পাইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও বল্লাল চরিতে পতিত ক্ষত্রিয় ও

বৈশ্যের সহিত শূদ্র একত্রিত হইয়া সৎশূদ্র নামে বর্ণিত হইয়াছে। তাম্বূলীর লৌকিক বৈশ্যত্ব নাই। শাস্ত্রীয় বৈশ্যত্ব আছে। পুত্রপিতার বৃত্তি ও মাতার আচারের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই জন্য শাস্ত্রে বৈশ্য পিতা ও শূদ্র মাতা হইতে তাম্বূলীর উৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। যাহার বৃত্তিগত জাতি বৈশ্য দৃষ্ট হইতেছে ও আচার গত জাতি শূদ্র দেখা যাইতেছে, তাহার উৎপত্তি উপরোক্ত ভাবে লিখিত হওয়া নিতান্ত কবিত্বহীন হয় নাই। বস্তুতঃ উক্ত উৎপত্তি কথা কাল্পনিক। যাহাতে আমরা এখন উপরোক্ত কবিত্বের অপলাপ করিতে পারি, তাহার উদ্যোগ করা অতীব কর্ত্তব্য। বৈশ্য আচার গ্রহণ না করিলে পূর্ব্বপুরুষের বৈশ্যত্বের সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে পারিব না।

ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য লেখক শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল প্রণেতা বর্দ্ধমান নিবাসী মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী কবিরত্ন ১৭১০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আপন কাব্যে তাম্বূলির আতিথেয়তা ও শৌর্য্য চমৎকার রূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

বর্দ্ধমানে বন্দি চলে ভকত বৎসলা।
সঙ্কট-নাশিনী শিবা সরবমঙ্গলা॥
গুরুগতি কজ্জলা রাখিয়া দুইজনে।
প্রবেশে মঙ্গলকোট রজনী—বদনে॥
বিশ্রাম বাসনা হেতু নগর নেহালে।
প্রবেশ করিতে পুরি পথে হেনকালে॥
হরিদাস তামুলি সনে পথে হ'ল দেখা।
মিলিল বিদুর যেন গোবিন্দের সখা॥
রূপরাশি অসীম দেখিয়া দুইজনে।
কতখান অনুমান তামুলির মনে॥
অত্যন্ত দীর্ঘল নহে, নহে অতি খর্ব্ব।
রূপ দেখি অনুভব করিল গন্ধর্ব্ব॥
অথবা দেবতা দুই দানবের ভরে।
মানব মূরতি হয়ে মহী মাঝে ফিরে॥
তবে যদি মনুষ্য অবশ্য শাপভ্রষ্ট।
ইন্দ্রের নন্দন কিবা ছিল মুনিশ্রেষ্ঠ॥
মনে করে এমন অতিথি যদি পাই।
সেবায় বাড়াই পুণ্য পাতক এড়াই

বুঝি মোর আছে ভাগ্য নহে রাজপথে।
কেন দেখা হবে মোর মহাজন সাথে॥
অনুমানি বিনয়ে কহেন ধীরে ধীরে।
এস মহাশয় আজি আমার মন্দিরে॥
উপযুক্ত কাল, তায় বুঝি পুণ্যবান।
ভাল ভায়া চল বলি করিল পয়াণ॥
নিরঞ্জন চরণ স্মরণ ভাব্য চিত।
দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত॥
মিছা মায়া মধুলোভে জড়াইয়া জীব।
জন্ম যায় জঞ্জালে না ভজে সদাশিব॥
বদনে না বল রাম নাম সুধাময়।
কুকর্ম্ম করেছ কত পাতক সঞ্চয়॥
যমভয় মহাঘোর নরক যন্ত্রণা।
তখনি ত্বরিবে তার শুনহ মন্ত্রণা॥
পার পাবে পাপের সংসার ঘোরসিন্ধু।
বদনে গোবিন্দ গুণ গাও গাও বন্ধু॥
নিজ বাসে আসি ভাষে জীবন সফল।
আদরে আসন দিয়া যোগাইল জল॥
পরিবার সহিত সেবক হয়ে সেবে।
জ্ঞানবান গৃহস্থ যেমন গুরুদেবে॥
পরিপাটি ভোজন করায়ে পাঁচ রসে।
দুই চারি বচন সুধান ভক্তিবশে॥
কত জ্ঞানতত্ত্ব কথা তাহারে বুঝাই।
অলস এড়ায়ে নিদ্রা যান দুটি ভাই॥
নিশি-নাশে নয়নে ছাড়িল নিদ্রামায়া।
উপনীত গোবিন্দ-তনয় সুত-জায়া॥
রাতুল বরণ রুচি অরুণ উদিত।
নিরখিয়া নিশাপতি হইল লজ্জিত॥
উড়ুগণ পলাইল প্রাণপতি সঙ্গ।
যতি সতী জনার হইল নিদ্রাভঙ্গ॥

হেনকালে ধর্ম্মপুত্র লাউসেন রাজা।
সরোবর সলিলে করিল স্নান পূজা॥
বিদায়ের বিষয় বলিতে হরিদাসে।
তাম্বুলি-তনয় তবে সবিনয়ে ভাষে॥
মহাশয় পরিচয় কর অতঃপর।
কি কাজে কোথাকে যাবে কোন দেশে ঘর॥
পুণ্যবতী পুণ্যবান কেঁবা পিতামাতা।
এত শুনি হ'ল রায় পরিচয় দাতা॥
ময়না নগর বাড়ী দক্ষিণ-অবনী।
পিতা মোর কর্ণসেন মাতা রঞ্জারাণী।
নিজ নাম লাউসেন অনুজ কর্পূর।
ভূপতি সম্ভাষ হেতু যাব গৌড়পুর॥
পরম পুরুষ বটে পিতামহ মোর।
হরিপদ-নখ-বিধু সুধায় চকোর॥
মোর জন্ম তপস্বিনী জননী জঠরে।
ধর্ম্মপূজি তনু যে ত্যজিল শাল ভরে॥
শুনিয়া প্রণতি করি কন কর যুড়ি।
পদরজ পরশে পবিত্র মোর বাড়ী॥
পুনরপি যখন এখানে হবে বাস।
তখনি জানিব মোর পূর্ণ অভিলাষ॥
ঘৃণা না করিও তুমি ভৃত্য হরিদাসে।
বিজ্ঞ বট বাল্মীক পুরাণ ইতিহাসে॥
রঘুবংশে রাম রাজা রাজীব লোচন।
নিত্যানন্দ পরম পুরুষ সনাতন॥
পালিতে পিতার সত্য বনবাসে গেলা।
গুহক চণ্ডাল সঙ্গে পথে হলো মেলা॥
সরণি আগুলি কহে করি যোড় হাত।
আজি আয় আমার মন্দিরে রঘুনাথ॥
পালিতে পিতার সত্য কালি যাস্ বন!
আশয় বুঝিয়া প্রভু নিল নিমন্ত্রণ॥

শিব শুক সনাতন স্বয়ম্ভু সেবিত।
হেন রাম গুহক মন্দিরে উপস্থিত ॥
ফল মূল খান প্রভু গুহক-আদরে।
জানকী উদ্ধারি প্রভু এলো তার ঘরে ॥
আপনি সকল জান কি কব বিশেষ।
তোমার তুলনা তুমি পুরুষ পরেশ ॥
তুমি যে পুরুষ আর যার গর্ভে জন্ম ॥
কি কব মহিমা তার প্রভু যার ধর্ম্ম ॥
এত শুনি লাউসেন আনন্দে বিভোল।
মৈত্রভাবে তাম্বুলি-তনয়ে দিল কোল।
শুন বন্ধু এদেশে আমার তুমি সখা।
যাতায়াতে এখানে আমার পাবে দেখা ॥
এত বলি হরিদাসে করিল বিদায় ॥
লঘুপতি ভূপতি ভেটিতে দোঁহে যায় ॥

নবম সর্গঃ।

কোমর বান্ধিয়া শাকা নদী হ'ল পার।
ধর ধর ডাকে সিঙ্গা হাঁকে মার মার ॥
রাজার লস্কর যত চমৎকার ভাবে।
কেহ ভাবে এবার পরাণ মেনে যাবে ॥
কেহ বলে শাকা এল কেহ বলে শুকা।
কেহ বলে বীর কালু কাজ নাই লুকা ॥
কেহ বলে লখে বা বেঁধেছে বীর বেশ।
মামুদা বলিছে মার কি তার বিশেষ ॥
যে আনে উহার মাথা পাবে পুরস্কার।
তাম্বুলিতনয় চূড়া করিল জোহার ॥
আজ্ঞা পেলে আমি আনি জানি তার বল।
পান দিয়া বলে পাত্র পরম মঙ্গল ॥
তবে চূড়া চলিল চঞ্চল চালি ঢাল।
কালুর নন্দনে দেখে দিলেক দাদাল ॥

শাকা বলে সমরে সাজিলি বটে চুড়া।
মরিলে মরমে বড় শোক পাবে খুড়া॥
পলায়ে পরাণ লয়ে ফেলায়ে হেতার।
হাটে হাটে বেচ গিয়ে পানের পসার॥
চুড়া বলে বুড়াম কথায় কিবা ফল।
আপনি পলায়ে যদি পরাণে বিকল॥
বৃত্তি বটে পূর্ব্বাপর পানের বেপার।
সিঁদ চুরি ডাকাতি করিতে ক'স কার॥
তু রাঢ় চোয়াড়, তোকে সব কর্ম্মথাটে।
শাকা বলে তুমিত এখনি যাবে কেটে॥
গ্রামের সম্বন্ধে তোরে ভাই বলে কই।
অতেব ও সব কথা এতক্ষণ সই॥
জাতি রাঢ় আমিরে করম রাঢ় তুঁ।
চুড়া বলে চোরা বেটা চেপে ক'স মুঁ॥
বচনে বচনে বড় বাড়িল বিবাদ।
সঙ্কট সমরে দোঁহে ছাড়ে সিংহনাদ॥
রণে বড় দড় দড় দোঁহে করে দম্ফ।
মালক মুড়ায়ে মারে গোটাদশ লম্ফ॥
আগে হান্ হেতার হাঁকিছে শাকাবীর।
সামালিয়া সন্ধানি সংহারি তোর শির॥
বলিতে চোটাল চুড়া শাকা ওড়ে ঢালে।
মালক মারিয়ে চোট হানিছে হাঁফালে॥
চাল ঢালি চুড়াবীর মালকে এড়ায়।
এইরূপে দু বীরে অনেক যুদ্ধ যায়॥
শেল হাতে চুড়া শেষে ভাষে নিদারুণ।
সুধন্বা সম্মুখে যেন সম্বোধে অর্জ্জুন॥
এই শরে তোরে যদি না করি নিপাত।
আপনি ত্যজিব তনু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ॥
তু যদি তরাস মনে রণে ভঙ্গ দিস।
জায়া তোর জননী, জননী নিজ নিস॥

শাকা বলে ঐ কিরা ফিরে তোরে লাগে।
শেল সংহারিলে যে সংগ্রাম হতে ভাগে॥
শেলে মরি তবু যদি নাহি মারি তোরে।
সুধন্বা প্রতিজ্ঞা দারুণ দিবা মোরে॥
এত বলি সাহসে সম্মুখে বুক পাতে।
কালুকে দেবীর শাপ ফলে হাতে হাতে॥
শেল চালি চলে চুড়া মুড়াইয়া ঢাল।
হান বলে হাঁকে ঘন শাকারে সামাল॥
কালমুখী বান গোটা মিশাল গরল।
ভ্রমণ করয়ে শূন্যে সন্ধানি প্রবল॥
ছাড়িতে ছুটিল শেল সাঁধাইল আঁতে।
চুড়া বলে মেরেছি মেরেছি নাই জীতে॥
শেল ঘায়ে শাকাবীর দেখে চমৎকার।
অবশ হইল অঙ্গ উঠে হাহাকার॥
সিঙ্গাদার সত্বর খসাল শেল ধরি।
বসনে বান্ধিয়া বুক রণে হ'ল হারি॥
হাঁকালে হানিল হেঁকে তাম্বুলির শির।
শেষে সব সংসার অসার দেখে বীর॥
অবশ হইল অঙ্গ অবনী মণ্ডলে।
পড়িতে পড়িতে সিঙ্গাদার কৈল কোলে॥
তা দেখিয়া মহাপাত্র হ'ল হরষিত।
শাকা বলে সিঙ্গাদার দেখি বিপরীত॥
কোথা রৈল জননী জনক বন্ধু ভাই।
জন্ম গেল জগতে যমের ঘর যাই॥
শুন শুন সিঙ্গাদার সব শেষকালে।
পিতামাতা ভাই বন্ধু ডাকরে গোপালে॥
সাধু সাধু সিঙ্গাদার সম্বোধি শাকায়।
গুরু গঙ্গা গোবিন্দ গরিমা গুণ গায়॥
মায়ায় কাঁদিয়া শাকা পুন কিছু কয়।
কবিরত্ন ভণে যার গুরু পদাশ্রয়॥

দ্বাবিংশতি সর্গঃ।

শ্রীযুক্ত এচ্ এচ্ রিজ্‌লি কৃত বঙ্গীয় জাতি বিষয়ক পুস্তক হইতে আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। তাম্বূলী জাতি সম্বন্ধে তাঁহার সংগ্রহে কিঞ্চিৎ ভ্রম প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তদৃষ্টে আমার সংশোধন প্রস্তাব রাজকীয় জাতিতত্ত্বনির্ণায়ক কার্য্যালয়ে প্রেরণ করি। রিজলি মহোদয়ের লিখিত তত্ত্ব বিশ্বকোষে অনুবাদিত হইয়াছে। অতএব মূল গ্রহণ না করিয়া বিশ্বকোষে লিখিত তাম্বূলী শব্দ উদ্ধৃত করা উপযুক্ত জ্ঞান করিলাম।

*

* *

তাম্বূলিক (ত্রি) তাম্বূলং তদ্রচনং শিল্পমস্য তাম্বূল ঠন্। ১ তাম্বূল রচনাধিকৃত, তাম্বূল বিক্রেতা। ২ তামলী জাতি। তাম্বূলী (স্ত্রী) তাম্বুল গৌরাং ঙীষ্। ১ তাম্বূলবল্লী, পাণ গাছ। ২ সাধারণতঃ তাম্লী বা তাম্বূলী নামে খ্যাত। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার ইহাদের বেশ সম্ভ্রম আছে, ইহারা মূলতঃ তাম্বূল ব্যবসায়ী বলিয়া এই নামে অভিহিত হয়। এই জাতিও বর্ণ সঙ্কর বলিয়া কথিত। বৈশ্য পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতা হইতে ইহাদের উৎপত্তি।

বেহারের তাম্বূলিদিগের গোত্র ভেদ নাই। আবহমান কাল চলিত নিয়মানুসারে ইহাদের বিবাহাদি হয়। "ধিয়া নিয়া" সম্পর্ক ধরিয়া ৬ পুরুষের মধ্যে ও "দেয়াড়ি" সম্পর্ক ধরিয়া ১৪ পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না।

বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণ গোত্র ধরিয়া ইহাদের নানা বিভাগ আছে। কুল মানানুসারেও ইহাদের মধ্যে বিভাগ আছে। সমান গোত্র ও সমান কুলের হইলে বিবাহ হয় না, সপিণ্ড বা সমানোদক হইলেও হয় না। স্ব গোত্রিয় কিন্তু ভিন্ন কুলের হইলে, বা সমোপাধি কিন্তু ভিন্ন গোত্রিয় হইলে বিবাহে বাধা নাই।

বাঙ্গালার তাম্বূলীরা পাঁচটি থাকে বিভক্ত। সপ্তগ্রামী বা কুশদহী, অষ্টগ্রামী বা কটকী, চৌদ্দ গ্রামী, বিয়াল্লিশ গ্রামী ও বর্দ্ধমানী। সপ্ত গ্রামীরা বলে, তাহারা উত্তর ভারত হইতে আসিয়া সপ্তগ্রামে প্রথমে বাস করে, এখানে তাহাদের চৌদ্দশত ঘর আছে। কোন মুসলমান নবাব ইহাদের কোন স্ত্রীর উপর অত্যাচার করায়, ইহারা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া কুশদহে আসিয়া বাস করে। বিয়াল্লিশ গ্রামীরাও আপনাদের আদি ইতিহাস ঐরূপই বর্ণনা করে। ইহারা বাঙ্গালায় সপ্তগ্রামীদিগের পরে আসিয়াছে; কিন্তু ইহাদের সংখ্যাই অধিক। চৌদ্দগ্রামীর আজকাল বেশী সম্মান নাই। বিয়াল্লিশ গ্রামী থাকের ষষ্ঠীবর সিংহ বর্দ্ধমানী

থাকের শ্রীমন্তপালের এক কন্যাকে বিবাহ করায়, পিতা কর্ত্তৃক গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন এবং শ্বশুরের সহিত হুগলি জেলায় বৈঁচিতে আসিয়া বাস করেন। ইনিই চৌদ্দগ্রামী থাকের প্রবর্ত্তক। ইনি ধনে ও প্রভাবে নিকটবর্ত্তী চৌদ্দখানি গ্রামের তাম্বূলীদিগকে স্বশ্রেণীতে আনিয়া এই থাক স্থাপন করেন। এই ঘটনার প্রমাণও কতক পাওয়া যায়। বৈঁচিতে এক দেব মন্দিরে একখানি প্রস্তর ফলকে লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ষষ্ঠীবরের পুত্র গোকুল ১৫০৪ শকে (১৫৮২ খৃষ্টাব্দে) এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং চৌদ্দগ্রামী থাক প্রবর্ত্তন আরও ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। বর্দ্ধমানী থাক চোদ্দগ্রামীর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। বীরভূমে ও বর্দ্ধমানে এই থাকের লোকই বেশী। অষ্ট গ্রামীরা বলে যে, পূর্ব্বে সপ্তগ্রামীদিগের সমকালেই তাহারাও উত্তর ভারত হইতে আসিয়া প্রথমে উড়িষ্যায় বাস করে এবং সেই জন্যই তাহারা মানে অন্য থাক অপেক্ষা কিছু খাট। ইহাদের মধ্যে কয়েকটী থাকে কাশ্যপ, পরাশর, শাণ্ডিল্য ও ব্যাস গোত্র আছে।

বিহারী তামলীদিগের মধ্যে আদি বাসস্থানভেদে প্রধানতঃ কয়েকটি শ্রেণী আছে—মগহিয়া, ত্রিহুতিয়া, কনৌজিয়া, ভোজপুরীয়া, কুরম, করণ ও সূর্য্যদ্বিজ।

বাঙ্গালায় তামলীদিগের চৌধুরী, চৈল, দত্ত, দে, খুর, পাল, পান্তি, রক্ষিত, সেন ও সিংহ উপাধি আছে। বিহারে ভকত, খিলিওয়ালা, নাগবংশী ও পৈটী উপাধি আছে।

বিবাহ। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও কন্যা পণ আছে। বংশ মর্য্যাদা অনুসারে কন্যা পণের বেশী কমী হয়। হরিদ্রাক্ত বস্ত্র বা পীতবর্ণের রেশমী বস্ত্র বা পট্টবস্ত্র ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক বসন। ইহারা নবশাখ শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু বিধবারা ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিধবার ন্যায় আচার রক্ষা করে। বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় বিধবা বিবাহ নাই। বিহারে বিধবা বিবাহ চলে। বিধবার পক্ষে কনিষ্ঠ দেবর-বিবাহই প্রশংসাজনক। ইহা "সাগাই" বিবাহ হইলেও কুমারী বিবাহের সঙ্গে কিছু পার্থক্য নাই। পঞ্চায়তের অনুমত্যানুসারে স্ত্রী-ত্যাগ চলিতে পারে। পরিত্যক্তা স্ত্রী আর বিবাহ করিতে পারে না।

বাঙ্গালী তাম্বুলীরা সাধারণতঃ বৈষ্ণব। ইহাদের ব্রাহ্মণ শ্রেণী স্বতন্ত্র বা পতিত নহে। ইহাদের মধ্যে ক্ষেত্র দেবতা চন্দ্রসূর্য্যের পূজা আছে। বিহারে বন্দী ও নরসিংহ নামে গ্রাম্য দেবতা আছে। গোধূমের পিষ্টক, মিষ্টান্ন, কলা ও

দধি দিয়া তাঁহাদের পূজা হয়। অন্যান্য শ্রমজীবি বণিকজাতির ন্যায় তাম্বুলী-দিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বকর্ম্মা পূজায় যন্ত্রপূজার ন্যায় বৈশাখী পুর্ণিমায় চুণের ভাঁড়, পান, জাঁতি ও কাতারি পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের অশৌচ ৩০ দিন।

তাম্বুলের চাষ ও বিক্রয় ইহাদের আদি ব্যবসায়। উত্তর ভারতে এখনও তাহাই আছে। কিন্তু বাঙ্গালায় তামলীরা প্রায় জাতীয় ব্যবসা ছাড়িয়া সামান্য দোকানদারী, শস্য ব্যবসায় ও চুণ বিক্রয় করিতেছে। অনেকে কেরাণীগিরি, গোমস্তাগিরি প্রভৃতি চাকরি ও উচ্চতর জীবিকা অবলম্বন করিয়াছে। যাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা নিজে লাঙ্গল ধরে না। সৎশূদ্র সম্বন্ধে যে পৌরাণিক বা স্মার্ত্তবিধি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কেহ তেলিকে কেহবা তাম্বূলীকে শুদ্ধজাতি বলিয়া গ্রহণ করেন। পরাশর মতে তেলী ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মতে তাম্বূলী সৎশূদ্র. কিন্তু বাঙ্গালায় অধিকাংশ স্থলে তাম্বূলীরা জলাচরণীয় নহে। ইহারা পাঙ্গাস, গোর্চা, ইটা প্রভৃতি শল্কহীন মৎস্য খায় না।

পুনার তাম্বুলীরা পেশবাগণের সময়ে সাতারা ও আহ্মদনগর হইতে আসিয়া পানের ব্যবসায় অবলম্বন করে। ইহারা মরাঠী কুনবীগণের সঙ্গে আহার ব্যবহার করে, আদান প্রদানও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় উপাধি প্রচলিত। সমোপাধি ব্যক্তিগণের মধ্যে আদান প্রদান হয় না। ইহারা খদির, শুপারি, পান ও তাম্বূল বিক্রয় করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা ব্যবসায়ে যোগ দেয় না। বালকদিগকে লেখাপড়া শিখায় না। ইহাদের মধ্যে কতক-মুসলমান আছে। তাহারা প্রকৃত পক্ষে কুনবী। অরঙ্গজীবের প্রভাবে নাকি তাহারা মুসলমান হয়। ইহারা আপনারা হিন্দুস্থানিতে ও অপরের সহিত মরাঠী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। ইহারা মহারাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার এবং তাম্বূলের ব্যবসা করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা এখনও অনেক হিন্দু ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহারা আপনাদের শ্রেণীর মধ্যেই আদান প্রদান করিয়া থাকে। ধারবারের হিন্দু তাম্বূলীরা ক্ষত্রিয় ও অত্যন্ত মদ্যপায়ী। দাক্ষিণাত্যের সকল স্থানের মুসলমান তাম্বূলী হানফী সম্প্রদায়ভুক্ত সুন্নী মুসলমান ও সর্ব্বত্র এক আচারান্বিত। মুসলমান তাম্বূলীরা তাম্বূল কিনিয়া আনিয়া দোকান বাঁধিয়া বসিয়া বিক্রয় করে।

*

* *

আবেদনের অনুবাদ।

মান্যবর—

শ্রীযুক্ত এচ্, এচ্, রিজলি আই, সি, এস।

ভারতবর্ষীয় জাতিতত্ত্ব পরিদর্শক মহোদয়েষু—

মহাশয়!

আমি এতৎসহ "তাম্বূলীকুলের সম্বন্ধ নির্ণয়" নামক তিনখানি বাঙ্গালা পুস্তিকা ও "বঙ্গীয় তাম্বূলী" নামধেয় তিনখানি ইংরাজী পুস্তিকা পাঠাইলাম। প্রথমোক্ত পুস্তিকাখানি পশ্চাদুক্ত পুস্তিকার ভিত্তি স্বরূপ এবং বস্তুতঃ বাঙ্গালার অত্যাবশ্যকীয় অংশ সকল ইংরাজীতে অনুবাদ স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। আমি প্রকৃত তথ্য সংগ্রহে অনেক আয়াস ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছি এবং ঐ সংগ্রহই উপরোক্ত পুস্তিকাদ্বয়ের ভিত্তি স্বরূপ। আমি স্বয়ং জাতিতে তাম্বূলী। জেলা ২৪ পরগণা বারাসত মহকুমার অন্তর্গত কুশদহের সপ্তগ্রামী সম্প্রদায়ভুক্ত।

২। আমি আপনার বিখ্যাত বাঙ্গালার জাতীয় ইতিবৃত্তে ২৯২—২৯৫ পৃষ্ঠায় তাম্বূলীদিগের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি। ঐ ইতিহাস নিশ্চয়ই অতি যত্নের সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। যদিও মহাশয় হুগলি নিবাসী বাবু শম্ভুচন্দ্র দে ব্যতীত অপর কোন লোকের নামোল্লেখ করেন নাই, তথাচ আপনি যে তাম্বূলী জাতীয় অপরাপর ব্যক্তিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শম্ভু বাবু একজন সুশিক্ষিত লোক এবং অনেক বিষয় তিনি জ্ঞাত আছেন। সে যাহা হউক, তাম্বূলীজাতি যখন এত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অর্থাৎ সমাজে কিম্বা সম্প্রদায়ে, চলিত ভাষায় থাকে বিভক্ত, তখন যতই কেন তিনি অভিজ্ঞ হউন অথবা আপনার সম্প্রদায়স্থ তাম্বূলীগণের আচার ব্যবহার অবগত থাকুন, স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ তদন্ত ব্যতিরেকে এই সুদূরব্যাপী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচারাদিতে অভিজ্ঞতা লাভ করা কেবলমাত্র একজন লোক দ্বারা সম্পূর্ণ অসম্ভব। শম্ভু বাবু যে বিশেষরূপ তদন্ত করিয়াছেন, তাহা আমার বোধ হয় না। সে যাহা হউক, কতকগুলি ভ্রম আপনার পুস্তকে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ একস্থানে আছে যে, "।ক ব্রাহ্মণ অথবা রাজপুত কেহই ইহাদিগের স্পৃষ্ট জল পান করে না" (অর্থাৎ তাম্বূলীদিগের হস্তে)। যদিও এই তথ্য আপনি বাবু শম্ভুচন্দ্র দের নিকট প্রাপ্ত

হইয়া পুস্তকস্থ করিয়াছেন, তথাপি ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। আপনার লিখিত বিষয়ের নিদর্শনে বাবু শম্ভুচন্দ্র দের নামোল্লেখ দেখিয়া আমি সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি এবং প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার জন্য আমি তাঁহার নিকট উপর্য্যুপরি দুইটী লোককে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহাদের উভয়েরই নিকটে তিনি আপন ভ্রম স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, "যে রিজ্‌লি সাহেব সম্যক্‌রূপ বুঝিতে না পারায়, ঐরূপ ভ্রম ঘটাইয়াছেন।—আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ তত্রস্থ তাম্বূলীদিগের হস্তে জল গ্রহণ করেন না।" এস্থলে আমি বলি যে, উপরোক্ত হেতুবাদের যদি এই প্রকারে সংশোধন হয়, তাহাও ঠিক হইবে না। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই কি ব্রাহ্মণ, কি অপর জাতি, সকলেই তাম্বূলী স্পৃষ্ট জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা ব্যতীত অপর সকল স্থানেই তাম্বূলীগণ তাম্বূল বিক্রয়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাম্বূল প্রস্তুত করিতে হইলে চূণ ও খদিরের আবশ্যক—ইহাতেও জলের প্রয়োজন, কারণ জল ভিন্ন চুণ ও খদির কখনও দ্রব হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ জল ভিন্ন পর্ণ জন্মাইতে পারে না এবং পানে সচরাচর যে জল-সেক করিতে হয়, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। অপরাপর জাতিদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণও এই জলসিক্ত প্রস্তুত তাম্বূল ক্রয় ও চর্ব্বণ করিয়া থাকেন। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আপনার উক্তি অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ তাম্বূলী স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করেন না" সম্পূর্ণই ভ্রমপূর্ণ।

৩। তাম্বূলীদিগের সম্বন্ধে অন্যান্য যে সমুদায় ভুল পুস্তকস্থ হইয়াছে, তাহা যথাসম্ভব নিম্নে প্রদর্শিত হইল। আপনি বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালার তাম্বূলীগণ পাঁচভাগে বা থাকে বিভক্ত; যথা সপ্তগ্রামী বা কুশদহ, অষ্টগ্রামী বা কটকী, চৌদ্দগ্রামী, বিয়াল্লিশ গ্রামী এবং বর্দ্ধমানিয়া। প্রথমোক্ত তাম্বূলীগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা উত্তরভারত হইতে আসিয়া সপ্তগ্রাম অথবা সাতগাঁয় আপনাদিগের বাসস্থান মনোনীত করেন ইত্যাদি।" বস্তুতঃ সপ্তগ্রামী সম্প্রদায় উত্তর ভারত হইতে আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে বর্দ্ধমানে বসতি করেন এবং বাণিজ্য ব্যপদেশে তাঁহারা বর্দ্ধমান হইতে সপ্তগ্রামে স্থানান্তরিত হয়েন। পৃথক্ পৃথক্ সাতটি গ্রামে বসবাস হেতু এই সম্প্রদায় যে সপ্তগ্রামী বলিয়া কথিত, তাহা নহে, পরিশেষে সপ্তগ্রামে বাস হেতুই সপ্তগ্রামী নামে অভিহিত হইয়াছে। (আমার বাঙ্গালা পুস্তিকা ৩য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৪। আপনি শ্রীমন্ত পাল সম্বন্ধে বলেন যে, "তিনি বর্দ্ধমানিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত তাম্বূলী।" বস্তুতঃ শ্রীমন্তপাল আদিসমাজভুক্ত ছিলেন; যাহা এক্ষণে বিয়াল্লিশ গ্রামী নামে অভিহিত হইতেছে এবং যাহাদের বাসস্থান বর্দ্ধমানেই নিরূপিত ছিল। বর্দ্ধমানিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত কেহ কেহ বাঁকুড়ায় বসবাস করিলেন। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ঐ সকল বর্দ্ধমান নিবাসী তাম্বূলী আপনাদিগের বর্দ্ধমানিয়া সংজ্ঞা পরিহারপূর্ব্বক আদি বা বিয়াল্লিশ গ্রামী সংজ্ঞায় পরিচয় দিয়া থাকেন।

৫। অষ্টগ্রামীসম্বন্ধে আপনি বলেন যে, "যৎকালে সপ্তগ্রামীরা উত্তর ভারত হইতে আগমন করেন, অষ্টগ্রামীরাও তৎসমসাময়িককালে ঐ স্থান হইতেই আসিবার পরিচয় দিয়া থাকে এবং বাসস্থানের দূরত্বহেতু স্বজাতির সহিত তাহাদের সংশ্রব বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাদের সামাজিক সম্মান অপেক্ষাকৃত অল্প।" উল্লিখিত বিষয়ে আমরা দুইটী ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। প্রথম, অষ্টগ্রামী সম্প্রদায় আদি অথবা বিয়াল্লিশ গ্রামী সম্প্রদায় হইতেই নিঃসৃত এবং বর্দ্ধমানেই ইহাদিগের বাসস্থান নিরূপিত ছিল। দ্বিতীয়, তাম্বূলীদিগের যে কয়েকটি সম্প্রদায় আছে, তন্মধ্যে কোনটি হইতেই অষ্টগ্রামীরা সম্মানে হীন নহেন।

৬। একস্থানে আপনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, "বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য জাতির ন্যায় তাম্বূলীদিগকে নবশাখের অন্তর্গত করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন; অথচ তাহাদিগকে নবশাখের আচরিত ক্রিয়াকলাপ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন।" এস্থলে আমি বলি যে, ইহা সম্পূর্ণই ভ্রম, কারণ ব্রাহ্মণগণ কোন স্থানেই তাম্বূলীদিগকে নবশাখ-আচরিত ক্রিয়াকর্ম্মে বঞ্চিত করেন নাই। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, আপনার সংবাদদাতা বাবু শম্ভূচন্দ্র দে "ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ তাম্বূলীস্পৃষ্ট জল গ্রহণ করেন না" এই কথা বলিয়া সম্পূর্ণ ভুল করিয়াছেন।

৭। তাম্বূলীদিগের খাদ্য সম্বন্ধে আপনি একস্থানে লিখিয়াছেন, "ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মদ্যপান করে, কিন্তু যাহারা মদ্য অথবা মাংস বর্জ্জন করিতে পারে, তাহারা অধিকতর সুপথগামী।" ইহাতে কেবল এইমাত্র প্রকাশ পাইতেছে যে, মদ্যপানের কোন নিষেধ-বিধি নাই, যদিও ইহার পরিত্যাগ সুখকর। আমি এস্থলে বলিতে ইচ্ছা করি যে, তাম্বূলীগণ মদ্যপানকে এ ভাবে গ্রহণ করেন না, বরং মদ্য যে নিষিদ্ধ মাংসবৎ পরিত্যজ্য, ইহাই তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য মতে মদ্যপান দোষাবহ না হওয়ায়,

অধুনা সকল জাতির মধ্যেই এমন কি ব্রাহ্মণের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছে। দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে মদ্যপান করিলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইত, এক্ষণে কিন্তু তাহা আর হয় না। জাতির নেতাগণ কেবল অভ্যাসকেই নিন্দা করেন। বস্তুতঃ বলিতে কি, পানাহার সম্বন্ধে জাতীয় নিয়মে বর্ণিত এই মদ্যপান অভ্যাস একেবারেই নিষিদ্ধ এবং গোমাংস অথবা শূকর মাংসবৎ পরিত্যজ্য। যদি আপনি বিহারের তাম্বূলীদিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, সেস্থলে আমার বলিবার কিছুই নাই।

(স্বাক্ষর) শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত।

উত্তরের অনুবাদ।

ভারতবর্ষীয় সেন্সশ্ কমিশনার শ্রীযুত এচ্, ৫চ্, রিজলি স্কোয়ার সি, আই, ই, কর্ত্তৃক লিখিত।

কলিকাতা ১৬ই এপ্রেল ১৯০২।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ রক্ষিত।

মহাশয় সমীপেষু—

১৫৩।১ কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাশয়!

আপনার ২৭শে মার্চ্চ ১৯০২ তারিখের পত্র ও তৎসহ বঙ্গীয় তাম্বূলী নামধেয় কয়েকখানি পুস্তিকা পাইয়া ধন্যবাদের সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করিলাম এবং তদুত্তরে আপনাকে লিখিতেছি যে, তাম্বূলী জাতি সম্বন্ধে আপনার যে প্রতিবাদ, তাহা আমার স্মরণ থাকিবে ও আমার বাঙ্গালার জাতীয় ইতি· বৃত্তের ২য় সংস্করণ কালে ইহা বিবেচিত হইবে। আমি যে সকল বিষয় বাবু শম্ভুচন্দ্র দের নিকট পাইয়াছিলাম, তাহাও তৎকালে উল্লিখিত হইবে। আমি তাঁহার মত গ্রহণ করি নাই।

প্রধান সহকারী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু।

রিজলি সাহেব রূপককে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করতঃ বৈজ্ঞানিক জাতিতত্ত্বে তাম্বূলীকে বৈশ্যপিতা ও শূদ্রমাতা হইতে উদ্ভূত বিবেচনা করিয়া ঔপন্যাসিকতার প্রশ্রয় দিয়াছেন। স্মার্ত্ত শিরোমণি যোগীন্দ্র বাবু ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁহার সম্বন্ধ-নির্ণয়ে নবশাখকে সঙ্কর জাতি মধ্যে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে অন্ত্যজ জাতিগুলি সঙ্কর। আমরা বলি, অন্ত্যজ জাতিগুলি সঙ্কর নহে, কিন্তু অনার্য্য। "ইহারা প্রত্যেকেই পৃথক্ জাতি, কেহ কাহারও জল গ্রহণ করে না, প্রত্যেকেরই পুরোহিত পৃথক্, প্রত্যেক জাতির পুরোহিতই বর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত ও এক জাতীয় যাজক ব্রাহ্মণরূপে খ্যাত। এই সকল বর্ণের জাতিগত ব্যবসায় দ্বারা ইহাদিগের সমাজগত মর্য্যাদার তারতম্য অবগত হওয়া যায়।" সম্বন্ধ-নির্ণয়ে তাম্বূলী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিত হয় নাই। তাহাতে নবশাখা পরিচায়ক একটী পদ আছে :—

তিলি মালী তামুলী গোপ নাপিত গোছালি।
কামার কুমার পুঁটুলী এই নবশাখা বলি॥

বিদ্যানিধি মহাশয়ের গ্রন্থ আমার প্রথম পথপ্রদর্শক। এজন্য বর্ত্তমান পুস্তকের এক অংশের "সম্বন্ধ-নির্ণয়" নামকরণ করিয়াছি। এক্ষণে যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কৃত হিন্দুজাতি ও উপাসকসম্প্রদায় হইতে তাম্বূলী কথা ইংরাজী হইতে অনুবাদিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

"তাম্বূলী—সংস্কৃত তাম্বূল শব্দ হইতে উদ্ভূত। তাম্বূল অর্থে পান, এ জাতির প্রধান ব্যবসায় তাম্বূল বিক্রয়। এখনও দেশের কোন কোন স্থানে তাম্বূলীদিগকে তাহাদিগের পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিতে দেখা যায়। বাঙ্গালার তাম্বূলীগণ অবস্থাপন্ন লোক এবং বহুকাল হইল, তেলীদিগের ন্যায় ইহারাও তাহাদের পৈত্রিক ব্যবসার পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা এক্ষণে চাউল, ডাউল প্রভৃতি ভূষিমালের পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় করিয়া থাকে। তাহারা এক্ষণে জানে না অথবা স্বীকার করে না যে, তাহাদিগের জাতির সহিত বারুইদিগের নিকট সম্বন্ধ। তেলী এবং তাম্বূলী উভয় জাতিই সাধারণতঃ একপ্রকারেরই ব্যবসায় করিয়া থাকে; ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হউক, বাঙ্গালার লোক-সাধারণের এই বিশ্বাস যে, তেলী ও তাম্বূলী একই জাতির দুইটী বিভাগমাত্র। বস্তুতঃ উপরোক্ত বিশ্বাসের কতকগুলি কারণ দৃষ্ট হয়। কতকগুলি তাম্বূলীজাতি স্বজাতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া, তেলীজাতির

অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান যাইতেছে ;—ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে, রাণাঘাটের পালচৌধুরি বংশের স্থাপয়িতা কৃষ্ণপান্তী। ইনি পূর্ব্বে তাম্বূল বিক্রয় করিতেন, পরে বিখ্যাত সওদাগর এবং অবশেষে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কৃত দশশালা বন্দোবস্তের প্রারম্ভে গোলযোগের সময়, নবদ্বীপরাজের সুবৃহৎ তালুক সকল ক্রয় করিয়া, একজন বিখ্যাত জমীদার হন। কৃষ্ণপান্তী পূর্ব্বে যে কেবলমাত্র তাম্বূলবিক্রয়ী ছিলেন, তাহা নহে ; তাঁহার পদবীতেই প্রকাশ পাইতেছে যে, তিনি তাম্বূলীজাতীয় ছিলেন। যাহা হউক, এই বংশ এক্ষণে আপনাদিগকে তেলী বলিয়া স্বীকার করেন ও সেই পর্য্যন্ত জমীদার হইয়া, পালচৌধুরী নাম ধারণ করতঃ তেলীদিগের শীর্ষস্থানে অবস্থিত আছেন। ১৮৯১ সালের আদমসুমারিতে ভারতবর্ষে তাম্বূলীদিগের যে লোকসংখ্যা নিরূপিত হয়, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

বাঙ্গালা	১০৫৪১৬
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ	৭৪১৩৪
মধ্য ভারত	২৪৩৯৮
	২০৩৯৪৮

বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও মধ্যভারতের তাম্বূলীগণ সাধারণতঃ সম্পূর্ণ নিরক্ষর। বাঙ্গালায় এমন অনেক বিখ্যাত তাম্বূলী দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা কি শিক্ষায়, কি সভ্যতায়, প্রায় সকল বিষয়েই তেলীদিগের সমকক্ষ। বাঙ্গালার তাম্বূলীদিগের পদবী পাল, পান্তী, চেল ও রক্ষিত এবং বিহারের তাম্বূলীগণ খিলীওয়ালা ও পান্তী শব্দে অভিহিত হয়।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোন ইংরাজ লিখিত গ্রন্থে দেখিয়া থাকিবেন, বিহারে তাম্বূলীদিগের খিলীওয়ালা ও পান্তী উপাধি আছে। ইহাতে সহজেই বুঝা যায়, কাহারও কৌলিক উপাধি খিলিওয়ালা হইতে পারে না ; ইহা ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মের পরিচায়কমাত্র। হিন্দুস্থানিদের নামের সহিত কোন কৌলিক উপাধি ব্যবহার করিতে দেখা যায় না, অতএব বিহারের তাম্বূলীর পান্তী উপাধি থাকা সম্ভবপর নহে। ইহাকে সম্ভবপর জ্ঞান করিয়া ও বঙ্গীয় তাম্বূলীর মধ্যে পান্তী উপাধি আছে, এই ভ্রমে রাণাঘাটের কৃষ্ণপান্তীকে জাত্যন্তর প্রাপ্তির নিদর্শনস্বরূপ উপস্থিত করা হইয়াছে। বাস্তবিক পানের ব্যবসায় নিবন্ধন কৃষ্ণপালের কৃষ্ণপান্তী নামকরণ হইয়াছিল। তিনি জাত্যংশে তাম্বূলী ছিলেন না।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যে জনসংখ্যা গৃহীত হয়, তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান তাম্বূলী গণিত হইয়াছে। তাম্বূলীর মধ্যে বারুই নামে একটী শ্রেণী আছে। বারুই যে তাম্বূলী হইতে পৃথক্, তাহা সকলেই জানেন। ব্যবসায়ের ঐক্য দেখিয়া, গণনাকারি জাতি নির্ব্বাচনে ভ্রান্ত হইয়াছেন। তদ্দৃষ্টে সেরিং ও ক্রূক্ স্থির করিয়াছেন, বারুই ও তাম্বূলী পৃথক জাতি নহে। ক্রূক্ সাহেব লিখিয়াছেন ;—ভারতবর্ষীয়দিগের নিত্য ব্যবহার্য্য ও অত্যাবশ্যকীয় পানগুল্মের উৎপাদন ও বিক্রয়ের সংস্রব থাকায়, তাম্বূলীগণ কিছু অবস্থাগত সম্মান পাইয়া থাকেন। আত্মশুদ্ধির প্রতি ইহাদিগের লক্ষ্য দেখা যায়।

আসামে পান ও সুপারি উভয়কে তাম্বূল কহে। তাম্বূল বিক্রয়ের জন্য বারুই বা তাম্বূলী নামে কোন জাতি নির্দ্দিষ্ট নাই। গৌহাটীনিবাসী আসামের পূর্ব্বতন রাজার পরিচারকগণ (ফুকন্) এই সম্মানিত উপাধি পাইতেন, তন্মধ্যে যিনি তাম্বূলকরঙ্কবাহী ছিলেন, তাঁহাকে তামুলীফুকন্ কহা হইত। ডিব্রুগড়নিবাসী আসামবুরুঞ্জী লেখক স্বর্গীয় কাশীরাম তামূলীফুকন্ ব্রাহ্মণ-জাতীয় ছিলেন। এই তামূলীফুকনের উপাধি হইতে দুইটী তত্ত্ব নিষ্কাসিত করিতে পারা যায়। ১ম, তাম্বূলের সংস্রব পবিত্র, নতুবা ব্রাহ্মণ ইহার কার্য্য-ভার লইতেন না। ২য়, তাম্বূলের সংস্রবে থাকাতে তাঁহার তামূলী বা তাম্বূলী উপাধি হইয়াছিল।

গেট কৃত ১৯০১ সালের রাজকীয় জন-সংখ্যা।

তাম্বূলী।

(ঔড্র ও হিন্দুস্থানি সহ)

জেলা	পুরুষ	স্ত্রী	সমষ্টি
বর্দ্ধমান	৩০০০	২৯৯১	৫৯৯১
বীরভূম	১০২৩	৯৫৫	১৯৭৮
বাঁকুড়া	৯২১৩	৯৫৪৪	১৮৭৫৭
মেদিনীপুর	৪১৫৬	৪২৫০	৮৪০৬.
হুগলি	২৬৩১	৩১৯৬	৫৮২৭
হাওড়া	৯৯৫	১০৭৪	২০৬৬
২৪ পরগণা	৮০২	৭০৯	১৫১১

নদীয়া	৫২৪	৫৪৬	১০৭০
বালেশ্বর	১৩৩২	১৩৫৩	২৬৮৫
কটক	১৪০৪	১৫৫৯	২৯৬৩
পুরী	৫২১	৫৮৪	১১০৫
	২৫৬০১	২৬৭৬১	৫২৩৬২

ইহাতে দেখা যাইতেছে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১১৬০ অধিক। বাঁকুড়া জেলায় তাম্বূলীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইস্থান হইতে পরশুরামের কারিকা সংগৃহীত হইয়াছে। যেখানে তাম্বুলীর সংখ্যা অধিক, সেইস্থান হইতে কুলপঞ্জি প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার প্রামাণিকতা সকলের স্বীকার্য্য।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, আনুমানিক জন-সংখ্যা ৩৮৮০০, তদনুসারে ১৩৫৬২ সংখ্যা প্রভেদ হইতেছে। রাজকীয় বিবরণীতে পৃথকভাবে যেথানে প্রত্যেক জেলার জন-সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তথায় বঙ্গবিহার ও উড়িষ্যা সমেত তাম্বূলীর সংখ্যা ৭৫৬৫৯ আছে। যথায় অকারাদি ক্রমে জাতির নামানুসারে সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তথায় ৮৭০৪৯ নির্দ্দিষ্ট দেখিলাম। ইহাতে রাজকীয় মতে ১১৩৯০ সংখ্যার প্রভেদ হইল। অতএব আমাদের অনুমানে বা রাজকীয় গণনায় কোনটীতে অধিক ভ্রম আছে, নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম।

তৈলী।

বঙ্গে তৈলী ও তাম্বূলী, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তাম্বূলী ও বারুই জাতিকে একশ্রেণীভুক্ত বলিয়া সাধারণ লোকের ধারণা আছে। বৃত্তিগতভাবে দেখিলে তাহা সত্য, কিন্তু পূর্ব্ববৃত্তির ইতিবৃত্ত দৃষ্টি করিয়া অধুনা অন্ন ও পাণিগ্রহণ বিচার করতঃ জাতির পার্থক্য হইয়া থাকে। তদনুসারে দুই স্থানে উক্ত তিন জাতিতে সম্পূর্ণ বৈষম্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং তাহাদিগকে এক জাতিভুক্ত কহা অজ্ঞতার পরিচায়কমাত্র। কলুজাতির অনেকে তেলী নামে পরিচয় দেন, এজন্য স্থানবিশেষে তৈলীরা আপনাদিগকে তিলি আখ্যা দিয়াছেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ধনবান তৈলী তৈপাল নামে পরিচিত। যোগীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন ;—

"শাস্ত্রের অর্থানুসারে কি কৃষক জাতি, অথবা কি শিল্পকর, উভয় জাতিই

তুল্যরূপে বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু তাহারা সচরাচর যজ্ঞোপবীত ধারণ না করায় শূদ্র বলিয়া পরিচিত।"

*　　*　　*　　*

"তৈল ব্যবসায়ের সহিত আজকাল বাঙ্গালায় তৈলীদিগের সম্বন্ধ দেখা যায় না। তাহারা আপনাদিগকে তৌলিক বলে। তুলা (দাঁড়ি পাল্লা) হইতে তৈলী নামের উদ্ভব, তৈল হইতে নহে। কিন্তু তুলা হইতে যে তৈলী শব্দের উৎপত্তি, ইহা ব্যাকরণতঃ অসম্ভব ও উল্লিখিত বাক্যের বিশেষরূপ প্রতিবাদও হইয়াছে। বাঙ্গালা ভিন্ন অপরাপর স্থানের তৈলীরা প্রকৃতই তৈল নিষ্কাষণ কার্য্য করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, বাঙ্গালার তৈলীগণ নবশাখের মধ্যে গণ্য এবং সৎশূদ্র বলিয়া পরিচিত। বাঙ্গালার তৈলীগণ একটি ক্ষমতাবান্ জাতি। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক দোকান ও শস্যাদির ব্যবসায় করিয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত সঙ্গতিপন্ন লোক। ইংরাজাধিকারে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিখ্যাত ধনী ও জমিদার হইয়াছেন। তন্মধ্যে মুরশীদাবাদের বিখ্যাত রাণী স্বর্ণময়ী এবং দিঘাপতির রাজা উল্লেখ-যোগ্য।"

তৈলীদিগের সাধারণ বংশের নাম ;—১ কুণ্ডু, ২ পালচৌধুরী, ৩ পাল, ৪ নন্দী, ৫ দে, ৬ চৌধুরী, ৭ মল্লিক, ৮ রায়।

"বাঙ্গালার তৈলীদিগের মধ্যে অতি অল্পই অশিক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ইংরাজাধিকারে ইহাদের মধ্যে কতিপয় মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত স্বর্গীয় রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর। ইনি যে ভারতের মধ্যে একজন প্রধান সম্পাদক ও স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন, ইহা নিশ্চয়ই বহুকাল লোকের মনে জাগরূক থাকিবে। কলিকাতার হিন্দু কলেজ হইতে প্রথমে কতকগুলি তৈলী বিখ্যাত হইয়া বহির্গত হন, তন্মধ্যে বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিকই উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান তৈলীগণের মধ্যে বিখ্যাত শ্রীনাথ পাল। ইনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মহারাণীও তাহাকে পুত্রবৎ পালন করিতেন। পঠদ্দশায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। গত দশ বৎসর হইল, ইনি, মহারাণীর বৃহৎ জমীদারি সুচারুরূপে শাসন করিতেছেন। বাঙ্গালার তৈলীগণের মধ্যে অনেকগুলি বিভাগ আছে, যথা, একাদশ, দ্বাদশ, বেতনা, তূঁষ-কোটা এবং সপ্তগ্রামী।"

*　　*　　*

"তেলুগু দেশীয় কলুদিগকে তেলকুলু ভারলু বলে ও তাহারা যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করে।"

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কলু নাই। তৈলীরা তৈল নিষ্কাষণ-কার্য্য সমাধা করে। ক্রিয়ার উৎকর্ষাপকর্ষনিবন্ধন সামাজিক সম্মানের ইতরবিশেষ হয়। গো-জাতি হিন্দুর পূজ্য, তৈল নিষ্কাষণের সহায়তা জন্য বলিবর্দ্দকে কষ্ট দিতে হয়, ইহা তৈলীর ব্যবসায়ের অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছে; এইহেতু তাহারা সমাজে হেয়, অযাজ্য ও তাহাদের জল অনাচরণীয়। বঙ্গদেশে তৈলীজাতি সেরূপ ব্যবসায়ে লিপ্ত নহে, সুতরাং সামাজিক সম্মানে তাহারা শ্রেষ্ঠ, যাজ্য ও আচরণীয়।

সহৃদয় সঞ্জীবনী-সম্পাদক তৈলিক সমিতির কার্য্যবিবরণে তাম্বূলী ও তৈলিক এক জাতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ ভ্রম অনেকের হইয়া থাকে। সম্পাদকীয় উদার উক্তি ও বিভিন্ন সময়ের সভার কার্য্য-বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"বঙ্গদেশের তেলি সম্প্রদায়ের উন্নতি-উদ্দেশ্যে সম্প্রতি এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অপার সারকুলার রোডে মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাগান বাটিতে গত শুক্রবার আনুষ্ঠানিক সভার একটি অধিবেশন হইয়াছিল। মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা এবং মফঃস্বলের এই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত প্রায় একশত লোক সভাতে উপস্থিত ছিলেন। ভাগ্যকুলের সৌভাগ্যশালী কুণ্ডু বাবুদের অনেকে, রাণাঘাটের পালচৌধুরীদের কেহ কেহ, হাওড়া মৌড়ীর বাবু গুরুদাস চৌধুরী, উলার বাবু জগন্নাথ খাঁ, শ্রীরামপুরের বাবু মদনমোহন দে, রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর প্রভৃতি খ্যাতনামা অনেক লোক সভার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভার সভাপতি, ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায় ও বাবু কিশোরী মোহন রায়, রাণাঘাটের বাবু নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী এবং দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমদা নাথ রায় সহকারী সভাপতি, রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর কোষাধ্যক্ষ, বাবু সীতানাথ রায় সম্পাদক, বাবু যশোদানন্দন পরামাণিক এম্, এ, বি, এল, বাবু মুকুন্দলাল কুণ্ডু বি, এল, বাবু গোপীকৃষ্ণ কুণ্ডু বি, এল, ও বাবু রাধাচরণ পাল সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন। প্রতি মাসে এই সমিতির এক এক অধিবেশন হইবে। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে এতগুলি ধনী ও পদস্থ লোক, ইচ্ছা ও চেষ্টা এবং যত্ন করিলে সহজেই এই

সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এতদিন যে এজন্য চেষ্টা হয় নাই, ইহাই ক্ষোভের বিষয়। ইহাদের কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। বঙ্গে আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণ রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত নয়। সমস্ত জাতিকে এক করা বর্ত্তমানে দুরূহ ব্যাপার বটে, তেলিদিগকে কায়স্থ শ্রেণীতে উন্নত করা তেমন দুরূহ নহে। নিম্নশ্রেণী চিরদিন নিম্নে থাকুক, ইহা যেন কাহারও লক্ষ্য না হয়। নিম্নশ্রেণী উন্নত হইয়া উর্দ্ধশ্রেণীর সঙ্গে মিশিয়া যাক্, এইরূপ চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়, তাহাতেই দেশের উপকার হইবে। ব্রাহ্মণেতর যে সকল শ্রেণীর মধ্যে জল চলে, তাহাদিগকে এক করিবার জন্য যদি "তেলী সম্প্রদায়" চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাদের সভা দ্বারা যথার্থই উপকার হইবে।"

"বঙ্গদেশে তৈলিক সম্প্রদায়ের অনেক শ্রেণীবিভাগ। কাশীমবাজারে মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, দীঘাপতিয়ার রাজপরিবার, রাণাঘাটের পাল চৌধুরীগণ, ভাগ্যকুলের কুণ্ডুগণ, কলিকাতার ৺বাবু কৃষ্ণদাস পালের পুত্র বাবু রাধাচরণ পাল প্রভৃতি তিলি, তামলী যত সমৃদ্ধিশালী লোক বঙ্গদেশে আছেন, তাঁহাদের সকলেই এই সম্প্রদায় ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কল্পে তিন বৎসর হইল এক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে,—মহারাণী স্বর্ণময়ীর কলিকাতার বাগান বাটিতে প্রতি বৎসর এই সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হয়; মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী সমিতির সভাপতি, দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায়, ভাগ্যকূলের রাজা শ্রীনাথ রায় প্রমুখ এই সম্প্রদায়ের কয়েকজন গণ্য মান্য পদস্থ লোক সহকারি সভাপতি, আর বাবু সীতানাথ রায় ইহার সম্পাদক।

এই সম্প্রদায়ের যে সকল গরিব ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিবে, সভা হইতে তাহাদিগকে বৃত্তি প্রদান করা হইবে। এই সম্প্রদায়ের যুবকদিগকে শিল্প শিক্ষাদানার্থ একটি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে,—তাহাতে গরিব বালকদিগকে বিনা বেতনে ও অর্দ্ধ বেতনে কার্য্যশিক্ষা দেওয়া হইবে। সভার সাহায্যার্থ এ বৎসর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ২ হাজার, রাজা প্রমদানাথ রায় ১ হাজার, এবং রাজা শ্রীনাথ রায় ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন।

তৈলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে। এই শ্রেণীবিভাগ তুলিয়া দিয়া পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান প্রচলন সভার অন্ততম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে সভা এবারকার অধিবেশনে স্থির করিয়া-

ছেন যে, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র অপর শ্রেণীর এক বালিকার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দিবেন। সভাপতি যদি এই সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলেই সভার নেতৃত্বের পদগ্রহণ তাঁহার পক্ষে সার্থক হইবে। আর অন্যেরা যদি তাঁহার এ কার্য্যের সহায় হন, তবেই তাঁহাদের সভাতে যোগদান সফল হইবে।"

বারুজী।

তাম্বূলী জাতি পানের খিলির ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলে, তাম্বূল উৎপাদনের ভার পুরুষানুক্রমে যাহাদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহারা একটি পৃথক্ জাতিরূপে গণ্য হইল। পৌরাণিক যুগে এই ভাবে অসংখ্য জাতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। বৈদেশিক আধিপত্যকালে নূতন জাতি সৃজন অনেকটা স্থগিত হইয়া যায়। তখন স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য নিতান্ত স্থিতিশীল হইতে হইয়াছিল। ক্রমবিকাশ রহিত হইবার নহে, জন সাধারণ যথাসাধ্য তাহাকে সঙ্কুচিত করিতে প্রয়াসী হইল। বরজ শব্দের অর্থ—পানলতা রক্ষার্থ কাষ্ঠিকা নির্ম্মিত গৃহ বিশেষ। বরজ এই দেশজ শব্দ হইতে তৎজীবি জাতির নাম বারুজী উৎপন্ন হইয়াছে। গুর্জ্জর প্রভৃতি দেশে বরজকে কাঠি কহে। তাম্বূল উৎপাদনের জন্য তথায় বারুজী নামে কোন জাতি নাই। কাঠি অর্থে কাষ্ঠিকা। যোগীন্দ্র বাবু বারুজীবি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন; যথা, "বারুজী বা বারুই জাতি পানের চাষ করে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোকই কতিপয় মসলা সহযোগে পান চর্ব্বণ করিয়া থাকেন। পানকে ছোট খিলির ন্যায় করিয়া তন্মধ্যে চূণ, খদির, শুপারি, এলাচি প্রভৃতি প্রদান করিতে হয়, পরে খিলিটিকে একটি লবঙ্গ দ্বারা মুড়িতে হয়। এই প্রকারে উহা চর্ব্বণ করিলে চুণ ও খদির মিশ্রিত হইয়া ঠোঁটকে লাল করে এবং মসলা চর্ব্বিত হইয়া মুখ হইতে সুগন্ধ বহির্গত হইতে থাকে। মসলার ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত পানের মূল্যেরও তারতম্য হয়। এক পয়সায় ৬টা হইতে প্রায় ১০০ একশত পর্য্যন্তও বিক্রীত হয়। প্রস্তুত করা পান সচরাচর এক পয়সায় পাঁচটা পাওয়া যায়। প্রত্যেক ভারতবাসী প্রত্যহ অন্ততঃ ৬ ছয়টি খিলি খাইয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার ইহাতে এত অনুরক্ত যে, ১০০ খিলির কম তাহাদের দিন যায় না। ভোজনের পর এবং শয়নের সময় অধিক পান আবশ্যক হয়। ভারতীয় রাজ-

পুত্রগণের অথবা উচ্চ কর্ম্মচারিগণের উৎসব সভাদিতে সভাভঙ্গের সময়, আতর ও পানের দ্বারা অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করা হয়। হিন্দু অথবা মুসলমানের বাটিতে কোন আত্মীয় বন্ধু সমাগত হইলে, পান ও তামাক শিষ্টাচার রক্ষার্থ প্রদত্ত হয়। যখন কোন মুসলমানের বাটিতে হিন্দু সমাগত হন, তখন পানের পরিবর্ত্তে মসলা দেওয়া যায়। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে অর্থাৎ উত্তর আসাম ও মান্দ্রাজ বিভাগের দক্ষিণ প্রদেশে অনাবৃত স্থানে পান গাছ লতাইয়া শুপারি বৃক্ষে অথবা মধ্যে মধ্যে বাঁশের খুটিতে উঠে। এই দুই স্থানে বারুজী বলিয়া কোন জাতি নাই। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ স্থানে পান রোপণের জন্য সাতিশয় যত্ন লইতে লয়। পান প্রস্তুতকারীগণকে সমস্ত দিন বাগানে অর্থাৎ বরোজে অতিবাহিত করিতে হয় এবং তাহারাই একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। পান বাগানের বাহিক সৌন্দর্য্য ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে ভ্রমণকারীগণ গাড়ির জানালা হইতে দেখিয়া থাকিবেন। ইহার বাহিরের সৌন্দর্য্য তত অধিক নহে, কিন্তু ভিতরের দৃশ্য সাতিশয় মনোরম ও দর্শনযোগ্য। বারুই জাতি স্বভাবতঃ শুদ্ধাচারী এবং শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। বঙ্গে বারুইগণ সাধারণতঃ নিরক্ষর, কিন্তু আজকাল ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ শিক্ষিত ও জ্ঞানোপার্জ্জনে উন্নত হইয়া কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।"

বঙ্গে বারুইগণ সাধারণতঃ নিরক্ষর ইহা সত্য; কেবল বারুই কেন, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ভিন্ন সাধারণতঃ তাবৎ জাতির লোক নিরক্ষর। শিক্ষিত বারুইগণ কুটুম্বদিগকে নিরক্ষর দেখিয়া আপনাদিগকে কায়স্থ নামে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই দোষ কোন কোন শিক্ষিত তাম্বূলীর সম্বন্ধে শুনিয়াছি। ইহাতে কায়স্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা আপনার জাতির নাম করিলে নিরক্ষরের মধ্যে মেধাবী বলিয়া অধিকতর সম্মানিত হইতে পারেন। আপন আত্মীয়গণকে ত্যাগ করিয়া অন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করা বা অন্যের নামে পরিচিত হওয়া অত্যন্ত অপ্রীতিকর। ইহাতে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির হ্রাস হইয়া তৎজাতির উন্নতির ব্যাঘাত জন্মে। উপযুক্ত লোকের কর্ত্তব্য, তাঁহারা স্বজাতিকে উন্নত করিয়া তাবৎ লোকের সম্মান বৃদ্ধি করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেন; তাহা না বুঝিয়া অনেককে কায়স্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে দেখা যায়। ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতে লিখিত আছে, নবদ্বীপাধিপতি গোয়ালা ভৃত্যদিগকে কায়স্থের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ

করিয়া কায়স্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিতেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে কতকগুলি ন্যূনকল্প মর্য্যাদাপন্ন কায়স্থ আছেন। তাঁহাদিগকে বাহাত্তরে কায়স্থ শব্দে নির্দ্দেশ করে। তাঁহাদিগের নাম যথা ;—

১ নাগ, ২ পাল, ৩ আদিত্য, ৪ রাণা, ৫ সর, ৬ ধর, ৭ বর্দ্ধন, ৮ সানা, ৯ রাজ, ১০ হোড়, ১১ হুই, ১২ ব্রহ্ম, ১৩ তেজ, ১৪ ভঞ্জ, ১৫ ক্ষুর, ১৬ শর্ম্ম, ১৭ নন্দী, ১৮ বন্দী, ১৯ সোম, ২০ গুপ্ত, ২১ রাহা, ২২ আইচ, ২৩ রুদ্র, ২৪ দাঁহা, ২৫ ভূত, ২৬ প্রেত, ২৭ গুঁই, ২৮ চন্দ্র, ২৯ শীল, ৩০ নাথ, ৩১ রক্ষিত, ৩২ বিষ্ণু, ৩৩ ভদ্র, ৩৪ কুণ্ডু, ৩৫ সুর, ৩৬ ধরণী, ৩৭ বাগ, ৩৮ পই, ৩৯ জাম, ৪০ বিন্দু, ৪১ ধর, ৪২ বল, ৪৩ লোধ, ৪৪ বর্ম্ম, ৪৫ থিল, ৪৬ পিল, ৪৭ ইন্দ্র, ৪৮ ওম, ৪৯ অঙ্কুর, ৫০ বন্ধুর, ৫১ শাঁই, ৫ হেশ, ৫৩ মনু, ৫৪ গণ্ড, ৫৫ রাহুত, ৫৬ গণ, ৫৭ উপমাণ, ৫৮ ক্ষেম, ৫৯ বইশ, ৬০ বীজ, ৬১ অর্ণ, ৬২ আগ, ৬৩ শক্তি, ৬৪ শনি, ৬৫ হেম, ৬৬ বঙ্গ, ৬৭ কীর্ত্তি, ৬৮ যশ, ৬৯ ধনু, ৭০ গুণ, ৭১ ক্ষাম, ৭২ ঘর। ইহাদিগকে লইয়া যখন ৭২ গণনা করে, তখন নাগ, পাল ও নাথকে পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন নাগ, পাল ও নাথ শুদ্ধ মৌলিক শ্রেণীতে পরিগৃহীত হইয়া থাকেন। উপরোক্ত পদবীগুলি বঙ্গীয় অনেক জাতির মধ্যে বিদ্যমান আছে। তাহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিলে সহজে কায়স্থ হইতে পারে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধ নির্ণয়ে দৃষ্ট হয় ;—

"এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, শর্ম্মা পূর্ব্বে নরসুন্দর জাতি ছিলেন। কোন ক্রমে কোন অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন দ্বারা দাস, নন্দী প্রভৃতিকে কোন দুর্ব্বিপাক হইতে মুক্ত করেন। ইহারা তদীয় অনুগ্রহে দুর্ব্বিপাক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি আমাদিগের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ আমরা আপনার প্রসন্নতা ও প্রীতিবিধান করিতে ইচ্ছা করি। শর্ম্মা কহিলেন, আপনাদিগের সহিত আমার ধর্ম্ম সম্বন্ধ থাকিলেই আমার যথেষ্ট প্রীতি হইবে। তাহার এতাদৃশ গম্ভীর উত্তরে দাস, নন্দী প্রভৃতি মহাজনগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, অদ্যাবধি আমরা আপনাকে আমাদের কায়স্থ সমাজ মধ্যে পরিগণিত করিতে ইচ্ছা করি। সেই কথা শুনিয়া শর্ম্মা কহিলেন, মহোদয়গণ! যদিও আপনারা আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন বটে, কিন্তু আমি তাহাতে বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া আপনাকে জ্ঞান করিতেছি না। কারণ আমি নাপিত জাতি মধ্যে অগ্রগণ্য আছি, অর্থাৎ

প্রামাণিক বলিয়া খ্যাত। আপনাদের দলে উঠিলে আমাকে অত্যন্ত নীচ-কুল বলিয়া গণ্য হইতে হইবে। ইহারা উত্তর করিলেন, আমরা আপনাকে আমাদিগের সমান মর্য্যাদা প্রদান করি, তখন তিনি সম্মত হইলেন। তৎপরে শর্ম্মার কয়েকটি কন্যা ও পৌত্রী দাস, নন্দী, চাকীদিগের ঘরে প্রদান হইল। সমাজস্থ সকল কায়স্থগণ ইহার মূল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তখন ইহাকে সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে পুরা একঘর কায়স্থ ও পূর্ণমাত্রায় কুলীন বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হয়েন। পরে দলাদলি সূত্রে শর্ম্মা একপ্রকার চলিত হইলেন। ক্রমে দলাদলির বন্ধন শিথিল হইলে, তাহার বংশ পরম্পরা বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থগণ মধ্যে প্রকৃত আধ ঘর কুলীন বলিয়াই প্রসিদ্ধ থাকিলেন। শর্ম্মার বংশের কন্যাগ্রহণ হইত, শর্ম্মার বংশে পারত্ পক্ষে সহজে কেহ কন্যাদান করিতেন না। এইরূপে শর্ম্মার বংশাবলী একপ্রকার নির্ম্মূল হইয়া আসিল বলিলেই হয়।”

বারুইকুলগৌরব রায় যদুনাথ মজুমদার, বাহাদুর এম্, এ, বি, এল, নব-শাখ মাত্রের গৌরবস্থল। প্রথমে যখন তাঁহার নাম শুনি, পরিচয়দাতা বেদ প্রচারক বলিয়া যদু বাবুকে ব্রাহ্মণ ভ্রম করিয়াছিলেন। তৎসম্পাদিত হিন্দু-পত্রিকা, হিন্দুধর্ম্মের সংকীর্ণতা অপনোদন করিতে সচেষ্ট আছে। ব্রহ্মচারিন্ নামে ঐ ভাবের একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র উক্ত মহাত্মা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। তিনি যশোহরে ব্রহ্মচারি আশ্রম স্থাপন করিয়া দুইজন বারুইকে সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়াছেন। তন্মধ্যে অন্যতর ছাত্র শ্রীমতিরঞ্জন কাব্যতীর্থ আয়ুর্ব্বেদ বিভাগে কবিরাজের কার্য্য করিতেছেন। নাম দেখিয়া ইহাকে কেহই বারুই জ্ঞান করিতে পারিবেন না। যদু বাবু আমাকে কহিয়া-ছিলেন, যদি তোমরা দুইটী তাম্বূলী ছাত্র দাও, আমি ব্যয়ভার বহন করিয়া ব্রহ্মচারি আশ্রমে ব্যাকরণ, সাহিত্যের শিক্ষা দিব। তাঁহার উদ্যোগে ১৩০৮ সালের ৮ই কার্ত্তিক তারিখে লোহাগড়া গ্রামে বঙ্গীয় বৈশ্য বারুজীবী জাতির সভা স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভাস্থলে প্রস্তাব উপস্থিত ও সমর্থন উপলক্ষে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বাবু যজ্ঞেশ্বর ভৌমিক বি, এল; বাবু রজনীকান্ত রুদ্র বি, এল; বাবু গোপালচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল; বাবু প্রসন্নগোপাল রায় বি, এল; বাবু যোগেন্দ্রগোপাল রায় এল, এম, এস; বাবু যাদবচন্দ্র দাস উকিল; বাবু উমাচরণ সেন উকিল; বাবু বিধুভূষণ ভৌমিক উকিল; বাবু বিশ্বনাথ সরকার জমাদার; বাবু প্রিয়নাথ দাস জমীদার; বাবু চন্দ্রকান্ত দাস।

তাম্বূলী সভা।

অনুষ্ঠান পত্র।

বঙ্গীয় তাম্বূলী-জাতি-সম্মিলনী সভা।

সসম্মানং নিবেদনমিদং—

মহাভাগ!

আগামী ৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় কলিকাতার অন্তর্গত আহিরীটোলা ৩৮।৫৯ নং শঙ্কর হালদার লেনস্থ ৺সৃষ্টিধর কোঁচ মহাশয়ের ভবনে "বঙ্গীয় তাম্বূলী-জাতি-সম্মিলনী" সভার প্রথম অধিবেশন হইবে, অতএব মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বজাতীয় উন্নতিসাধনের জন্য, উক্ত দিবসে অপরাহ্ণ ৬॥০টার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে সবান্ধবে কৃপাপূর্ব্বক সভায় যোগদান করিয়া আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। অলমিতবিস্তরেণ।

বিনীত নিবেদকা ঃ—

(আদি সমাজ) শ্রীকৃষ্ণদাস নায়েক। (বর্দ্ধমান মিউনিসিপাল কমিশনর)

(১৪ গ্রামী সমাজ) শ্রীমনোমোহন দে। (জমীদার, বড়শূল)

ঐ শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত। বৈঁচি।

ঐ শ্রীচণ্ডীলাল সিংহ। (জমীদার ও বিশিষ্ট মহাজন, দেবীপুর)

ঐ শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী। (জমিদার, নাটুদহ)

ঐ	শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত। (জমীদার,কাশীমাডাঙ্গা)
ঐ	শ্রীবঙ্কুবিহারী সিংহ। (মহাজন, হরিবপুর)
ঐ	শ্রীরাধিকালাল সিংহ। বৈঁচি।
(২২গ্রামী সমাজ)	শ্রীব্রহ্মানন্দ দত্ত। মোক্তার, হাইকোর্ট।
ঐ	শ্রীপরমানন্দ দত্ত। অনুবাদক হাইকোর্ট।
ঐ	শ্রীকেদারনাথ আশ বি, এল। উকীল, ২৪ পরগণা।
ঐ	শ্রীকৃষ্ণধন আশ। (জমীদার, ডেল্লেটোন)
ঐ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ। ভদ্রকালী।
ঐ	শ্রীবিপিনবিহারী দে এম, এ। শিক্ষক, ভদ্রকালী।
ঐ	শ্রীরামযাদু রক্ষিত। (মহাজন, সন্ধিপুর)
ঐ	শ্রীগোপীনাথ দত্ত। পাঁড়াতল।
(পল্লী সমাজ)	শ্রীহারাণচন্দ্র দে বি, এল। উকীল, ডুমকা।
(রাজহাটী সমাজ)	শ্রীকেদারনাথ কুণ্ডু। (জমিদার, বাঁকুড়া)
ঐ	শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত বি, এল। উকীল বাঁকুড়া।
(অষ্টগ্রামী সমাজ)	শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দে। (রাজা বালেশ্বর)
ঐ	চৌধুরী যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক। (জমিদার, মেদিনীপুর)
(চতুর্গ্রামী সমাজ)	শ্রীরামচাঁদ দত্ত। (জমীদার, মেদিনীপুর)
(সপ্তগ্রামী সমাজ)	শ্রীদীননাথ দাঁ। (মহাজন, বরাহনগর)
ঐ	শ্রীরাসবিহারী দত্ত। (জমীদার ও মহাজন খাঁটুরা)
ঐ	শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত। (মহাজন, ৺কাশীধাম)

ঐ শ্রীসত্যপ্রিয় কোঁচ। (মহাজন হয়দাদপুর)
ঐ শ্রীহরিপ্রিয় কোঁচ। (মহাজন, কলিকাতা)
ঐ শ্রীভূতনাথ পাল। বি, এ। (মহাজন,খাঁটুরা)
ঐ শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল। মহাজন-বন্ধু-সম্পাদক, কলিকাতা।

সভার উদ্দেশ্য।

তাম্বূলি-সম্প্রদায়ের সমুদায় "থাকের" পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় ও সম্মিলন এবং এই সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন, এই সভার উদ্দেশ্য। এতৎকল্পে কয়েকটী প্রস্তাব ঃ—

প্রথম প্রস্তাব। বৈশাখী পূর্ণিমা তাম্বূলি-ইতিহাসের একটী চিরস্মরণীয় শুভদিন। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এই শুভদিনে কুলপূজা করিয়া সভা আহ্বান করিতেন; সেই সভাতে তাম্বুলি-সমাজের যথাযথ উন্নতি অবনতির আলোচনা এবং সমন্বয় সাধিত হইত। এক্ষণে ইহা নাই বলিলে হয়, এ কারণ আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ আর্য্য-তাম্বুলিগণের প্রতিষ্ঠিত সেই পুণ্যব্রতের শুভানুষ্ঠানের জন্য, সভার পুনরাহ্বান বিশেষ আবশ্যক। এবং তাম্বূলি-কুলের উন্নতি-বিধান-কল্পে এই সভার স্থায়িত্বও একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই হেতু প্রত্যেক বৈশাখী পূর্ণিমায় ইহার বার্ষিক অধিবেশনও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। তাম্বূলি-সমাজের সাধারণের সুবিধার জন্য, সভার বার্ষিক অধিবেশন প্রত্যেক বর্ষে বিভিন্ন স্থানে হওয়া আবশ্যক। কারণ, এইরূপে ইহার প্রসার

প্রতিপত্তির প্রতি এতজ্জাতীয় সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে; এবং কলিকাতাস্থ কেন্দ্র-সভার মাসিক অধিবেশন হইবে, প্রয়োজন হইলে, অতিরিক্ত অধিবেশন ও করা চলিবে।

তৃতীয় প্রস্তাব। আমরা সকলে সমকুলোদ্ভব কি না, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "থাক"গুলি আধুনিক কি না,—তৎসংক্রান্ত বিচার ও মতামত প্রকাশ করা চলিবে।

চতুর্থ প্রস্তাব। বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানার্জ্জন, এবং দরিদ্রের কষ্ট-উপলব্ধি করাই জাতীয় উন্নতির সোপান। অতএব এই মহোদ্দেশ্য সাধনের জন্য, এই সভা দ্বারা অনাথ দরিদ্র বালক-বালিকার প্রতিপালন-ব্যয় এবং দরিদ্র যোগ্য বিদ্যার্থীকে যথোচিত বৃত্তি দান করা একান্ত কর্ত্তব্য। পরন্তু প্রত্যেক "থাকের" কুলজী পত্রিকা এই সভা হইতে প্রস্তুত হওয়াও অবশ্য বিধেয়; এতৎকল্পে সভা যাহাতে অর্থ সংগ্রহ এবং ব্যয় করিতে পারেন, তাহার আনুকূল্য বিধান করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চম প্রস্তাব। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির গঠন।

সভ্যগণের প্রতি নিবেদন।

বঙ্গীয় তাম্বূলি-সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের আবাসাদি আমাদিগের সবিশেষ পরিজ্ঞাত নহে। অতএব সানুনয় অনুরোধ এই যে, মহাশয়, পত্র প্রাপ্তিমাত্র স্বীয় 'থাকের' নিকটস্থ আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রিত করিয়া, সবান্ধবে সভারোহণ করিবেন; এবং তাঁহাদিগের নাম ধামাদি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন। মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাসের জন্য যাঁহাদিগের স্থানের সুবিধা নাই, তাঁহারও পত্র দ্বারা আমাদিগকে বিজ্ঞাপন করিলে, আমরা তাঁহাদিগের বাসার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব। মফঃস্বলের সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন মাননীয় মহোদয়গণ কলিকাতার যেস্থানে আসিয়া অবস্থিতি করিবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহারও নির্দ্দেশ করিয়া দিলে অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে যথোচিত সাদর অভ্যর্থনার জন্য আমরা সাগ্রহে তত্তৎস্থানে উপনীত হইয়া তাঁহাদিগকে সভাস্থলে আনয়নের ব্যবস্থা করিব। প্রস্তাব্য বিষয়াদি সমবেত সভ্যগণ দ্বারা বিবেচ্য ও ধার্য্য হইবার জন্য অভিজ্ঞ সদস্যগণ প্রস্তুত আছেন।

এই সভা সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি পত্র, ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রশ্নাদি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরিতব্য।

"বঙ্গীয় তাম্বুলী-জাতি-সম্মিলনী" সভার বর্ত্তমান অবৈতনিক সম্পাদক,

শ্রীভূতনাথ পাল বি, এ।

২৯ নং বসুপাড়া লেন, পোষ্ট বাগবাজার,
কলিকাতা।

সন ১৩০৯ সাল।
১৫ই বৈশখ।

প্রধান সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীলাল সিংহ (১৪ গ্রামী)

সভাপতি।

শ্রীযুত উমেশ্চন্দ্র দত্ত	(চতুর্গ্রামী)
শ্রীযুত দীননাথ দাঁ	(সপ্তগ্রামী)
শ্রীযুত দীননাথ দে	(অষ্টগ্রামী)
শ্রীযুত ললিতমোহন কর	(১৪ গ্রামী)
শ্রীযুত রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দেব বাহাদুর	(৮ গ্রামী)
শ্রীযুত পরমানন্দ দত্ত	(৪২ গ্রামী)

সম্পাদক।

শ্রীযুত ভূতনাথ পাল বি, এ, (সপ্তগ্রামী)

সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুত অক্ষয়কুমার পাল চৌধুরি	(১৪ গ্রামী)
শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ পাল	(সপ্তগ্রামী)

তাম্বূলী সমাজ মাসিক পত্র।

সম্পাদক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত বি, এ, বি, এল, (৪২ গ্রামী)

শ্রীভূতনাথ পাল বি, এ,

সহঃ সম্পাদক।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

সভার কার্য্যালয়।

কলিকাতা, বাগবাজার, বসুপাড়া লেন নং ২৯।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীযুত হরিপ্রিয় কোঁচ (সপ্তগ্রামী)

সদস্য।

শ্রীযুক্ত কানাইলাল সিংহ	১৪ গ্রামী	১৪০ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" বিজয়গোপাল সিংহ	"	৩৪৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
" বঙ্কুবিহারি সিংহ	"	১৩২ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" অক্ষয়কুমার পাল	"	১৮ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" রাধিকামোহন চৌধুরী	"	সিরাজগঞ্জ মনোহারী পটী।
" ব্রজেন্দ্রমোহন দে	"	৬৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" সীতানাথ পাল	"	ঢাকা, আম্লীগোলা।
" পূর্ণচন্দ্র সিংহ	"	ঢাকা, মোগলটুলী।
" তারিণীচরণ দত্ত	"	৪৮ নং কেথিড্রাল মিশন রো, কলিকাতা
" দাশরথি সিংহ	"	৭ নং চিনিপটী, কলিকাতা।
" রাজেন্দ্রলাল পাল	"	বোড়াগড়ি, বৈঁচি, হুগলি।
" লালগোপাল দত্ত	"	হবিবপুর।
" উমেশচন্দ্র দত্ত	"	বড়বাজার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" রাধিকালাল সিংহ	"	১৯।১ আনন্দ খাঁর লেন, কলিকাতা।
" রাজকৃষ্ণ সিংহ	"	বৈচি, পূর্ব্বপাড়া।
" শ্রীরাম দত্ত	"	হবিবপুর।
" রাজকৃষ্ণ দত্ত	"	বৈঁচি, পূর্ব্বপাড়া।
" রামকৃষ্ণ সিংহ	"	ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
" দীননাথ দাঁ	সপ্তগ্রামী	বরাহনগর, পালপাড়া।
" আশুতোষ রক্ষিত	"	" "
" প্রভাতচন্দ্র আশ	"	" "
" হরিপদ রক্ষিত	"	" "
" হরিপদ পাল	"	" "
" রামগোপাল পাল	"	" "
" কালীপ্রসন্ন রক্ষিত	"	" "
" কার্ত্তিকচন্দ্র কুণ্ডু	"	" "

শ্রীযুক্ত	হরিদাস রক্ষিত	সপ্তগ্রামী	বরাহনগর পালপাড়া।
„	নবীনচন্দ্র পাল হরিহর পাল	„	„ „
„	রামহরিপাল	„	„ „
„	মহানন্দ কুণ্ডু	„	„ „
„	সত্যপ্রিয় কোঁচ	„	৩৮।৩৯ নং শঙ্কর হালদারের গলি, কলিকাতা।
„	রাজেন্দ্রনাথ পাল	„	২৪ নং গোলোক দত্তের গলি, কলিকাতা।
„	ইন্দুভূষণ আশ	„	খাঁটুরা।
„	হৃদয়মাণিক আশ	„	হয়দাদপুর, গোবরডাঙ্গা।
„	হরিপ্রিয় কোঁচ	„	৩৮।৩৯ নং শঙ্কর হালদারের গলি, কলিকাতা।
„	ক্ষীরোদবিহারী চেল	„	হয়দাদপুর, গোবরডাঙ্গা।
„	শ্রীমন্তচন্দ্র আশ	„	„
„	হরিদাস রক্ষিত	„	৯০ নং বটতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„	উপেন্দ্রনাথ চেল	„	বড়বাজার চিনিপটী, কলিকাতা।
„	বসন্তকুমার দে	„	শান্তিপুর।
„	গোপালচন্দ্র পাল	„	বড়বাজার চিনিপটী, কলিকাতা।
„	শশীভূষণ কুণ্ডু	„	বড়বাজার চিনিপটী, কলিকাতা।
„	শরচ্চন্দ্র দত্ত	„	২০ নং শঙ্কর হালদারের গলি,
„	গোপালচন্দ্র দে	„	২০ নং শঙ্কর হালদারের গলি, কলিকাতা
„	সুরেন্দ্রনাথ পাল	„	২৪ নং শঙ্কর হালদারের গলি, কলিকাতা
„	হরিবিহারী সেন	„	৭৮ নং জোড়াসাঁকো, কলিকাতা
„	ললিতমোহন রক্ষিত	„	১৪ নং শ্যামপুকুর লেন, কলিকাতা
„	কৃষ্ণহরি পাল	„	চিনিপটী, কলিকাতা।
„	ক্ষিতীশচন্দ্র পাল	„	৩১ নং বসুপাড়া লেন, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ রক্ষিত	সপ্তগ্রামী	থাঁটুরা।	
„ যোগীন্দ্রনাথ দত্ত	„	„	
„ রাসবিহারী দত্ত	„	„	
„ সতীশচন্দ্র দত্ত	„	„	
„ মহানন্দ দত্ত	„	„	
„ শিবচন্দ্র রক্ষিত	„	„	
„ জানকীনাথ পাল	„	„	
„ পার্ব্বতীচরণ আশ	„	২০ নং গোলোক দত্তের গলি, কলিকাতা।	
„ বৃন্দাবনবিহারী সেন	„	২৬৭ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।	
„ পঞ্চানন রক্ষিত	„	১৫৩।১ নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	
„ হরিচরণ রক্ষিত	„	হয়দাদপুর, গোবরডাঙ্গা।	
„ শ্রীরাম আশ	„	„	
„ দ্বিজরাজ কোঁচ	„	„	
„ শ্রীরামচন্দ্র কুণ্ডু	„	গোবরডাঙ্গা।	
„ ভোলানাথ রক্ষিত	„	„	
„ শ্রীরামচন্দ্র রক্ষিত	„	„	
„ পূর্ণচন্দ্র রক্ষিত	„	„	
„ বিনোদবিহারী কুণ্ডু	„	„	
„ ইন্দ্রভূষণ পাল	„	হয়দাদপুর, গোবরডাঙ্গা।	
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন	„	২৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	
„ কৃষ্ণধন রক্ষিত	৪২ গ্রামী	নূতনবাজার, কলিকাতা।	
„ রামচরণ কর	(চতুর্গ্রামী)	বড়বাজার	মেদিনীপুর
„ অভয়চরণ কুণ্ডু	„	মীরবাজার	ঐ
„ রামচন্দ্র পাঁরি	„	চন্দ্রকোণা	ঐ
„ উমাচরণ পাঁরি	„	রামজীবনপুর	ঐ
„ শরচ্চন্দ্র পাঁরি	„	ঐ	ঐ

শ্রীযুক্ত রামলাল পাঁজি	(চতুর্গ্রামী)	রামজীবনপুর		মেদিনীপুর।
,, উপেন্দ্রনাথ দে	,,	গড়বেতা		ঐ
,, ফকিরচন্দ্র দে	,,	ঐ		ঐ
,, দর্পনারায়ণ গুঁই	,,	ঐ		ঐ
,, আশুতোষ গুঁই	,,	ঐ		ঐ
,, শ্রীরামচন্দ্র লাহা	,,	কামার পুকুর		হুগলী।
,, যোগেন্দ্রনাথ লাহা	,,	ঐ		ঐ
,, ধ্রুবচন্দ্র লাহা	,,	ঐ		ঐ
,, কালীচরণ লাহা	,,	ঐ		ঐ
,, গণেশচন্দ্র কর	,,	ঐ		ঐ
,, রামকুমার কর	,,	কয়াপাট		হুগলী।
,, উমেশচন্দ্র পাল	,,	,,		ঐ
,, শ্রীরামচন্দ্র লাহা	,,	বদনগঞ্জ		ঐ
,, শীতলচন্দ্র দে	,,	,,		ঐ
,, জগন্নাথ কুণ্ডু	,,	খানাকুল		ঐ
,, ভূতনাথ সিংহ	,,	ঐ		ঐ
,, গোপালচন্দ্র লাহা	,,	কুমারগঞ্জ		ঐ
,, অন্নদাপ্রসাদ পাল	,,	মীরবাজার		ঐ
,, রাখালচন্দ্র পাল	,,	ঐ		ঐ
,, দীননাথ দাঁ	সপ্তগ্রামী	বরাহনগর	পালপাড়া	২৪ পরগণা।
,, প্রভাতচন্দ্র আশ	,,	,,	,,	ঐ
,, কালীপ্রসন্ন রক্ষিত	,,	,,	,,	ঐ
,, মহানন্দ কুণ্ডু	,,	,,	,,	ঐ
,, নবীনচন্দ্র পাল	,,	,,	,,	ঐ
,, হরিহর পাল	,,	,,	,,	ঐ
,, হরিদাস পাল	,,	,,	,,	ঐ
,, শ্রীমন্তচন্দ্র আশ	,,	গোবরডাঙ্গা	হয়দাদপুর	ঐ
,, বসন্তকুমার দে	,,	শান্তিপুর	সূত্রগড়	নদীয়া।
,, উপেন্দ্রনাথ চেল	,,	বড়বাজার	চিনিপটী	কলিকাতা।
,, গোপালচন্দ্র পাল	,,	,,	,,	ঐ

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ কুণ্ডু	সপ্তগ্রামী	বড়বাজার	চিনিপটী	কলিকাতা।
" দাশরথি সিংহ	(১৪ গ্রামী)	"	"	ঐ
প্রভৃতি				

নিয়মিত দিনে যথাস্থানে প্রথম অধিবেশন কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া প্রায় প্রতিমাসে মাসিক সভা হইতেছে। মহানাদ, কটক প্রভৃতি স্থানে সহযোগিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অদ্যাপি সভা রীতিমত বলসঞ্চয় করিতে পারেন নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে এখন কিছু বলিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। স্বজাতির হিতকল্পে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন, এমন কতকগুলি ব্যক্তির সভার সহিত সংযোগ হওয়া প্রার্থনীয়। যে প্রশ্ন প্রতিষ্ঠা সময়ে উদ্যোগীগণ উপস্থিত করিতে ভীত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার মীমাংসা হইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে শুভফল প্রত্যাশা করা যায় কি না, বলিতে পারি না। তবে যত শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারা যায়, ততই শ্রেয়ঃ। সভা অর্থে ব্যক্তি বিশেষ নহে—ইহা সাধারণের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য এবং সাধারণের কার্য্যতৎপরতা ভিন্ন সভার স্থায়িত্ব অসম্ভব। সভার কল্যাণে বিভিন্ন সমাজ একত্রিত হইয়া পরস্পরের নিকট পরিচিত হইতেছেন, ইহা অল্পলাভ নহে। মাসিক পত্র হইতে পরিচয়ের পক্ষে বিশেষ আনুকূল্য হইয়া থাকে। কেবল সহকারী সম্পাদকের উদ্যোগে এই প্রয়োজনীয় বার্ত্তাবহ জীবনলাভ করিয়াছে। বালেশ্বররাজসাহায্য না দিলে মাসিকপত্র প্রকটনে বিলম্ব হইত। প্রধান সভাপতির নামের গুণে সভা প্রথম উদ্যোগে অনেক ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছে। সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রমশীলতার জন্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

---

(41)